NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সরকারি ব্যাঙ্ক এখন বোধহয় প্রকৃত ব্যাংকের কাজে জোর দেবে

তামিলনাড়ুতে বিষমদের বলি অন্তত ৩৮, অসুস্থ শতাধিক ৭

কলকাতা ২১ জুন ২০২৪ ৬ আষাঢ় ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 21.6.2024, Vol.18, Issue No. 12 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

হাওড়া ও বেলঘরিয়ার একাধিক জায়গায় তল্লাশি ইডির, নথি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোট পর্ব শেষ হতেই ফের সক্রিয় হইয়ে উঠল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া ও কলকাতার একাধিক জায়গায় হানা দিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর, দিল্লির একটি প্রতারণা মামলায় বেলঘরিয়া এবং হাওড়ার সালকিয়ায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। যদিও প্রতারণার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়নি। এদিন সাতসকাল উত্তর হাওড়া সালকিয়া বাধাঘাট এলাকায় শ্রীরাম ঠ্যাং রোড একটি আবাসনে হানা দেয় ইডি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মনোজ দুবে নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। দিল্লির একটি প্রতারণা মামলার সঙ্গে এই তল্লাশি সম্পর্কযুক্ত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মনোজ দুবে এবং তাঁর ভাই সংশ্লিষ্ট ঘটনায় গোয়েন্দাদের আতশ কাচের নীচে, জানা গিয়েছে এমনটাই। বৃহস্পতিবার সকালেই হাওড়ার সালকিয়ার শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের বাসিন্দা মনোজ দুবে। তিনি একজন ব্যবসায়ী। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ব্যবসার কাজে গুজরাতে রয়েছেন তিনি। এছাড়াও লিলুয়ার দুই জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে। অন্যদিকে বেলঘরিয়ার রমেশ প্রসাদ নামে এক ব্যক্তির ফ্ল্যাটেও হানা দেন তদন্তকারীরা। তিনি একটি বেসরকারি সফটওয়ার সংস্থার কর্মী। সূত্রের খবর, একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন নথি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। বেশ কিছু নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান চলছে বলে খবর। গোটা এলাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা ঘিরে ফেলেন। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এছাড়াও এই দিনই হাওড়ার লিলুয়া থানা অন্তর্গত চকপাড়া এলাকায় হানা দেয় ইডি। তবে হাওড়ার দুই জায়গার তল্লাশি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। এদিকে বেলঘরিয়া দেশপ্রিয় নগরে ৪৯ জাগ্রত পল্লির একটি আবাসনে তল্লাশি চালায় ইডি। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট আবাসনের বাসিন্দা রমেশ প্রসাদের ফ্ল্যাটে চালানো হয়েছে তল্লাশি। তিনি একটি বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত। তাঁর ফ্ল্যাটে কেন হঠাৎ এই তল্লাশি? তা স্পষ্ট নয়। রাজ্যে একই দিনে তিনটি জায়গায় ইডি তল্লাশির কারণ নিয়ে চর্চা চলছে।

কেজরিওয়ালের জামিন

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার তাঁকে জামিন দিলেন দিল্লির এক আদালতের অবকাশকালীন বিচারক ন্যায় বিন্দু। আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার তাঁকে জামিন দেন দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক ন্যায় বিন্দু। তবে এদিন তিহার জেল থেকে মুক্তি পাবেন তিনি। সেখানে জামিনের নির্দেশ পৌঁছনোর পর শুরু হবে প্রক্রিয়া। তার আগে জামিনের বন্ড হিসাবে কেজরিকে দিতে হবে এক লক্ষ টাকা। নিম্ন আদালতের এই রায়ের উপর ৪৮ ঘণ্টার জন্য স্থগিতাদেশ চেয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। যদিও সেই আবেদন খারিজ করেন বিচারক। কেজরির আইনজীবীর দাবি, আবগারি দুর্নীতি মামলায় আম আদমি পার্টি (আপ)-এর প্রধানের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই ইডির হাতে। এই মামলায় যাঁরা রাজসাক্ষী হয়েছেন, তাঁদের বয়ানের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মামলাটি। 'আবগারি দুর্নীতিকাণ্ডে' গত ২১ মার্চ কেজরিকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেননি। এর ফলে তিনিই দেশের ইতিহাসে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, যিনি পদে থাকাকালীন গ্রেপ্তার হয়েছেন। জেলে বসেই দিল্লির সরকার পরিচালনা করেছেন কেজরিওয়াল।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে স্বস্তির বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে দক্ষিণবঙ্গ ভিজল। আষাঢ় মাসের প্রথম বৃষ্টি এল দক্ষিণবঙ্গে। ভিজল কলকাতা-সহ একাধিক জেলা। দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল বৃহস্পতিবার দুপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও দেখা গিয়েছে অনেক জায়গায়। যার ফলে ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে আপাতত কিছুটা স্বস্তি মিলবে বলেই মনে করছেন অনেকে। অনেকটা স্বস্তিও মিলেছে এদিনের ঝড়-বৃষ্টির পর।

গরমে কাহিল দক্ষিণবঙ্গবাসী চাতকের মতো অপেক্ষা করে ছিল বৃষ্টির জন্য। গত কয়েক দিন ধরে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকায় আকাশ মেঘলা, তবে বৃষ্টি যেন আসি আসি করেও আসছিল না। বৃহস্পতিবার সেই অপেক্ষার অবসান হয়েছে। দুপুর ১টার পর বিভিন্ন জায়গায় আকাশে মেঘের ঘনঘটা বাড়তে শুরু করে। আচমকা ঝোড়ো হাওয়াও দিয়েছে অনেক জায়গায়। তার পরেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। যদিও এখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নয়। বেশির ভাগ জায়গাতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি দেখা গিয়েছে। সেই বৃষ্টি খুব বেশি ক্ষণ স্থায়ীও হয়নি।দ

মদম, যাদবপুর, বেহালা, ধর্মতলা, নিউটাউন, শোভাবাজার, শ্যামবাজার, কসবা এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। ভিজেছে একাধিক জেলাও। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির সঙ্গে ছিল ঝোড়ো হাওয়াও।

তবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে অবশ্য এখনই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বর্ষাও প্রবেশ করেনি এখনও। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢুকে যাবে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুব একটা নেই। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রাও কিছুটা কমবে।

দক্ষিণবঙ্গের বিপরীত অবস্থা উত্তরে। সেখানে টানা বৃষ্টিতে বন্যার আশঙ্কা করছেন অনেকে। উত্তরবঙ্গে আগেই বর্ষা প্রবেশ করেছে। তবে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর এলাকা পর্যন্ত এসে বর্ষা আটকে আছে বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রাজ্যের বাকি এলাকাতেও বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা।

সাময়িক স্বস্তি দিল্লিতেও

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: দীর্ঘ তাপপ্রবাহের হাত থেকে অবশেষে সাময়িক স্বস্তি ফিরল রাজধানীতে। বৃহস্পতিবার সকালে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতে ভিজল দিল্লি এবং নয়ডার বেশ কিছু অংশ। বৃহস্পতিবার সারা দিন ধরেই দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলতে পারে বলেও মৌসম ভবনের পূর্বাভাস। মৌসম ভবনের সরকারি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে সকালেই লেখা হয়, 'উত্তর দিল্লি, উত্তর-পূর্ব দিল্লি, উত্তর-পশ্চিম দিল্লি, পশ্চিম দিল্লি, মধ্য-দিল্লি এবং এনসিআরের কয়েকটি জায়গায় এবং আশপাশের এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বৃহস্পতিবার। ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ২০-৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে।' যদিও আবহবিদেরা এ-ও জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার উত্তর ভারতে বৃষ্টিপাতের কারণে স্বস্তি ফিরলেও, এই স্বস্তি সাময়িক। এখনই পাকাপাকি ভাবে নিস্তার পাওয়া যাবে না তাপপ্রবাহের হাত থেকে।

প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি অর্থ, পরিকাঠামো এবং রসদের অপচয় রুখে নাগরিক পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাতে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। দীর্ঘ লোকসভা নির্বাচন পর্বে সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। শুধু তাই নয় কোষাগার থেকে বিপুল অর্থও ব্যয় হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে তাই সরকারি সম্পদ রক্ষা করতে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়েছেন বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিদ্যুৎ, পানীয় জল ইত্যাদির অপচয় রুখতে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। স্কুল,সরকারি অফিসে বিদ্যুতের অপচয় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'অকারণে বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করতে হবে। এতে সরকারেরও খরচ বাড়ছে। এগুলো আপনারা কেন নজর দেন না?'

পাশাপাশি সরকারি জমি দখলকে নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। জেলাশাসক, সচিবদের কার্যত ডেডলাইন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকারি জমি দখলকে আমি কোনওভাবেই মানব না। কোথায় কত জমি আছে সোমবারের মধ্যে আমার রিপোর্ট চাই।' একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের মুখে পড়েন পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরাও। তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সময় উত্তরবঙ্গে এত টাকা ঢুকল। পুলিশ আটকাতে পারল না। কিছু কিছু জায়গা বাদ দিয়ে আর কোথাও পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারেনি।' কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলকেও রেয়াত করেননি মুখ্যমন্ত্রী। বিনীতের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতাতে সরকারি জমি জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। বিনীত তুমি দেখছ না।' বৈঠকে সন্দেশখালি প্রসঙ্গেও উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, 'দেশজুড়ে এত আলোচনা হল। এখনও হচ্ছে। কত বদনাম হল। আপনারা ঠিকঠাক কন্ট্রোল করতে পারলেন না।'

এদিকে কাটমানি নিয়েও ফের সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কিছু কিছু অফিসার টাকা খাচ্ছেন। আমাদের টাকার কোনও প্রয়োজন নেই। পিডব্লুউডি কাজ করছে আর কাটমানি খেয়ে যাচ্ছে।' এদিন জমির পাট্টা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সচিবের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে মমতা বলেন, 'উদ্বাস্তু পাট্টা সঠিকভাবে দেওয়া হয়নি। এইগুলো কেন সঠিকভাবে হচ্ছে না?'

নিট সংক্রান্ত সব মামলা একসঙ্গে শুনানি সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: দেশের বিভিন্ন হাইকোর্টে বিচারাধীন নিট সংক্রান্ত মামলা স্থগিত করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই মামলাগুলি একত্রে শুনতে চায় শীর্ষ আদালত। সে বিষয়ে একটি নোটিসও জারি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নিট মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং এই পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে (এনটিএ) পৃথক ভাবে নোটিস দেওয়া হয়েছে।

এই সংক্রান্ত বেশ কিছু মামলা শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চে উঠেছিল। বর্তমানে দেশের সাতটি হাইকোর্টে নিট দুর্নীতির একাধিক মামলা বিচারাধীন। বৃহস্পতিবার সেই মামলাগুলি স্থগিত করেছে আদালত। সাতটি হাইকোর্টের মামলা একত্রে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একসঙ্গে শুনানির জন্য নোটিসও জারি করেছে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ।

নিটে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় এ বছরের পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করার দাবি উঠেছে। সেই আবেদন জানিয়ে একাধিক মামলাও হয়েছে। আদালতের তত্ত্বাবধানে এই দুর্নীতির তদন্ত চেয়েছেন মামলাকারীরা। এই সংক্রান্ত মামলাগুলিতে বৃহস্পতিবার পৃথকভাবে কেন্দ্র এবং এনটিএকে নোটিস দিয়েছে শীর্ষ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৮ জুলাই। সে দিন কেন্দ্র এবং এনটিএ-কে আদালতের নোটিসের জবাব দিতে হবে। বৃহস্পতিবার নিট সংক্রান্ত মোট ১৪টি মামলা শুনেছে সুপ্রিম কোর্ট। তার মধ্যে ১০টি মামলা ৪৯ জন ছাত্রছাত্রী এবং একটি ছাত্র সংগঠনের (এসএফআই) করা। বাকি চারটি মামলা করা হয়েছে এনটিএ-র তরফে। এনটিএ দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট থেকে নিট সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তর করার আবেদন জানিয়েছে।

নিটের কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া এখনই স্থগিত করতে চায়নি সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিরা জানিয়েছেন, এ বিষয়ে আগে তাঁরা এনটিএ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব শুনতে চান। তার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাদের বক্তব্য না শুনে এই তদন্তের ভার সিবিআইকে দিতেও রাজি নয় শীর্ষ আদালত।

প্রশ্ন ফাঁসে মোদিকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: 'পেপার লিক সরকার'। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক 'হাত' নয়, বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধির সাংবাদিক বৈঠক-মঞ্চের পিছনে বড় হরফে লাল রঙে লেখা হয়েছিল এই কটাক্ষ। তার তলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর তাঁর দলকে নিশানা করে খোঁচা; '৭ বছর, ৭০ লিক (প্রশ্ন ফাঁস), ২ কোটি ভুক্তভোগী'। কংগ্রেস সদর দপ্তরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট) এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) আয়োজিত নেট-এর পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা নিয়ে তীব্র ভাষায় প্রধানমন্ত্রী মোদির সরকারকে নিশানা করলেন রাহুল। তাঁর কথায়, 'মধ্যপ্রদেশে ব্যাপমে যে প্রশ্ন ফাঁস দুর্নীতি হয়েছিল, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে গত কয়েক বছরে ধারাবাহিকভাবে যেমন প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, এ বার মোদি সেটাই ভারত জুড়ে চালু করতে চাইছেন।'

'নিট' নিয়ে তদন্ত কমিটি

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: বিহারের প্রশ্ন ফাঁস, এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি জানিয়েছেন, এই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য সকল পরিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত বিপন্ন করবে না সরকার। দুর্নীতির তদন্তে এক বিশেষ তদন্ত কমিটি তৈরি করল সরকার। বিভিন্ন মহল থেকেই দাবি উঠছে এনইইটি পরীক্ষা বাতিল করে, ফের পরীক্ষা নেওয়ার। সরকার যে সেই পথে হাঁটবে না। তবে, এই ঘটনার দায় তাঁর বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, 'এনইইটি পরীক্ষা নিয়ে বিহার সরকারের থেকে কিছু তথ্য পেয়েছি। পাটনা পুলিশের তরফে একটি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু গলদ পাওয়া গিয়েছে। কোনওরকম কারচুপির প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অভিযোগ উঠছে, নিট পরীক্ষায় যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে, তার সঙ্গে এনটিএ সংস্থারও কয়েকজন ব্যক্তি যুক্ত আছেন। এই বিষয়ে তদন্তের জন্য এদিন এক স্পেশ্যাল তদন্ত কমিটি গঠন করল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'এনটিএ-র বিষয় কিছু তথ্য সামনে এসেছে। স্পেশ্যাল তদন্ত কমিটি এর তদন্ত করবে। এনটিএ-র কর্মপদ্ধতি, স্বচ্ছতা সবকিছু যাতে আরও উন্নত করা যায় সেই দিকে নজর দেওয়া হবে। প্রশাসক, মনোবিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, বৈজ্ঞানিক এবং উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা এই কমিটিতে থাকবেন।' ধর্মেন্দ্র প্রধান আরও বলেছেন, 'যে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা পাশ করেছে, তাদের কথা ভাবা উচিত। একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সফলভাবে তদন্ত করছে বিহারের পাটনার পুলিশ। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সমস্যা প্রায় সব রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমরা আইন করে সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী তৈরি দিকে এগোচ্ছি।'

নিয়ম না মেনে দ্রুত গতিতে মালগাড়ি চালিয়েই দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়ম অমান্য করে দ্রুত গতিতে মালগাড়ি চালানোর জন্যই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সঙ্গে দুর্ঘটনা ঘটেছে। যৌথ পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে তেমনটাই দাবি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে রেল সূত্রে। ওই পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে মালগাড়ির মৃত চালক অনিল কুমার, জখম সহকারী চালক মনু কুমার এবং ট্রেন ম্যানেজার (গার্ড) ভবেশকুমার শর্মাকে। বলা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা খারাপ থাকলে যে নিয়ম মেনে ট্রেন চালানো উচিত, তা মানেননি তাঁরা। একই সঙ্গে নিয়মের বাইরে বেরিয়ে অতিরিক্ত গতিতে মালগাড়ি চালিয়েছেন।

রেল সূত্রে খবর, পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সোমবার সকাল ৮টা ২৭ মিনিটে রাঙাপানি স্টেশন ছেড়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ওই দিন ভোর সাড়ে ৫টা থেকে রাঙাপানি এবং চটেরহাটের মধ্যেকার স্বয়ংক্রিয় সিগন্যাল ব্যবস্থা 'অকেজো' থাকায় কাগুজে অনুমতি'-তে ট্রেন চালানো হচ্ছিল। সেই মতো কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে 'টি/এ ৯১২' এবং 'টি ৩৬৯ (৩বি)' ফর্ম দেওয়া হয়েছিল। পরে সকাল ৮টা ৪২ মিনিটে রাঙাপানি স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় মালগাড়িটিকেও দেওয়া হয়েছিল এই দু'টি ফর্ম।

'টিএ ৯১২' ফর্মে কী লেখা ছিল, তা আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। রাঙাপানির স্টেশনমাস্টারের দেওয়া ওই ফর্মে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল, কোন কোন সিগন্যাল লাল থাকা সত্ত্বেও 'ভাঙতে' পারবেন চালক। এমনকি, কোথা থেকে কোন অবধি এই 'অনুমতি' বহাল থাকবে, তারও উল্লেখ ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে যে 'টি ৩৬৯ (৩বি)' ফর্মটিও দেওয়া হয়েছিল, তা এই প্রথম পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে বলেই দাবি করেছে রেলের ওই সূত্র। নিয়ম অনুযায়ী, 'টি ৩৬৯ (৩বি)' ফর্মে লেখা থাকে, এক বা একাধিক সিগন্যাল খারাপ থাকলে স্টেটশমাস্টার যখন চালক এবং গার্ডকে ট্রেন চালানোর অনুমতি দেবেন কাগুজে পদ্ধতিতে, তখন ট্রেনের গতিবেগ যেন কোনও ভাবেই ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটারের বেশি না হয়। রেলের ওই সূত্রের দাবি, ওই নিয়ম নজরে রেখেই পর্যবেক্ষণ রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, নিয়মের তোয়াক্কা না করে দ্রুত গতিতে মালগাড়ি চালানো হয়েছিল। এর ভিত্তিতেই দায়ী করা হয়েছে মালগাড়ির চালক, সহকারী চালক ও গার্ডকে।

নয়ডায় ১৪ জনের রহস্যমৃত্যু

নয়ডা, ২০ জুন: উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। প্রত্যেকেরই দেহ উদ্ধার হয়েছে রাস্তা থেকে। অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে প্রত্যেককেই। গত কয়েক দিনের এমন ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, তাপপ্রবাহের জেরে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। স্থানীয় সূত্রে খবর, শহরের সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে গত কয়েক দিনে গরমে অসুস্থ হয়ে ভর্তির সংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়েছে। জেলা হাসপাতালে

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট (সিএমএস) রেণু আগরওয়াল জানিয়েছেন, মঙ্গলবার পর্যন্ত নয়ডা জেলা হাসপাতালে অজানা কারণে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেশির ভাগ পথচারী এবং পুলিশকর্মী। শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালের ডিরেক্টর অজয়কুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে যে সব রোগী গত কয়েক দিনে ভর্তি হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হিট স্ট্রোকের উপসর্গ লক্ষ করা গিয়েছে। কারও পেটে সমস্যা, কারও বমি বমি ভাব, কারও আবার প্রচণ্ড জ্বরের উপসর্গ ধরা পড়েছে। অনেকের মধ্যে আবার ক্লান্তি এবং ক্ষুধামান্দ্যের উপসর্গও দেখা দিচ্ছে। অজয়কুমারের কথায়, 'গত বছরের তুলনায় এ বছরে গরমে অসুস্থের সংখ্যা ৪০-৪৫ শতাংশ বেড়েছে।' গত দু'দিনে দিল্লি এবং নয়ডায় হিট স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। নয়ডায় তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে।

নবান্নে চিদম্বরম-মমতা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। প্রায় ৪০ মিনিট নবান্নে তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয় বলে সূত্রের খবর। এদিনই কলকাতায় এসেছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। তার ফাঁকেই বৃস্পতিবার নবান্নে আসেন তিনি। বৈঠক নিয়ে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর, বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যত কর্মপন্থা দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে সংসদের আসন্ন অধিবেশনে বিরোধীদের কক্ষ সমন্বয়ের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই সোনিয়া গান্ধির দূত হিসেবেই দেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এদিন ইন্ডিয়ার অন্যতম জোট শরিক তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে সূত্রের দাবি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১০২২ নং এফিডেভিট বলে Asit Kumar Dhak S/o. Late Nibaran Dhak ও Asit Dhak S/o. Late N. Dhak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ১০২১ নং এফিডেভিট বলে Ujjal Bandyopadhyay S/o. Rabindranath Bandyopadhyay ও Ujjal Banerjee S/o. R. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৬৭৮ নং এফিডেভিট বলে Atanu De S/o. Anadi Charan De ও Atanu Kr. Dey S/o. A. C. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৬৪৩ নং এফিডেভিট বলে Subrata Banerjee S/o. Shambhu Nath Banerjee ও Subrata Kr. Banerjee S/o. S. N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Molla Badrul Hasan, Dr. Badrul Hasan, Badrul Hasan ও B. Hasan S/o. Molla Abul Khayer @ M. A. Khayer সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৫/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬২৪৪ নং এফিডেভিট বলে Sankari Prasad Sinharay S/o. Provash Chandra Sinharay ও Sankari Pd Singha Roy S/o. P. Ch Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি কৃষ্ণ কুমার আগরওয়াল, S/o দেবী সহায় আগরওয়াল, GC-176, সল্টলেক সিটি, সেক্টর -3, GC ব্লক, উত্তর ২৮ পরগনা - 700106, পশ্চিমবঙ্গ এখন থেকে কৃষ্ণ কুমার আগরওয়াল নামে পরিচিত হবেন মেট্রোপলিটনের সামনে ম্যাজিস্ট্রেট কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ হলফনামা নম্বর 2692 তারিখ 19 জুন 2024 । কৃষ্ণ কুমার আগরওয়াল এবং কৃষ্ণ আগরওয়াল, উভয়ই একই এবং একই ব্যক্তি।

PUBLIC NOTICE

This is to inform all that my husband Dr. Pratit Kumar Roy was the primary allottee of land being no. CE/1/B/14 measuring about 4.5 Cottah located at Eastern Greens Project, New Town and while enjoying the property, the said Dr. Pratit Kumar Roy died on 03/01/2008 leaving behind myself (Dr. Sunipa Roy) & our son Baibhab Kumar Roy and his mother Namita Roy. And in due course his mother died on 02/08/2009 leaving behind myself and our son Baibhab Kumar Roy. And in this respect we have sworn an affidavit before the 1st class Judicial Metropolitan Magistrate dated 07/03/2024 and confirm that there is no other legal heirs exist except us.

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক ডেলিগেট আদালত, নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া
মিস (সাকসেশন) কেস নং ৩/২০২৩

দরখাস্তকারীগন :- ১) অর্পণা পাল, স্বামী মৃত দেবী প্রসাদ পাল ২) দেবার্পন পাল, পিতা মৃত দেবী প্রসাদ পাল, উঃ সাং স্টীমার ঘাট বাই লেন, থানা ও পোঃ নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া। হাল সাং ৬৬/৪ নেতাজী সুভাষ রোড, থানা ও পোঃ- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন কে জানান যাইতেছে যে দরখাস্তকারীগন দেবী প্রসাদ পালের ত্যক্ত টাকা যাহা নিম্ন তপশীল বর্ণিত ব্যাংকে আছে তাহা পাইবার জন্য অত্র আদালতে একটি সাকসেশন সার্টিফিকেটের মামলা করিয়াছেন।

এক্ষনে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন অনাথায় আইন অনুসারে বিচার কার্য্য হইবে।

আদালতের শীল মোহর যুক্ত এই নোটিশ দেওয়া হইল।

তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, এইচ ডি এফ সি ব্যাংক এ গচ্ছিত ২০০০০ কুড়ি হাজার টাকা যাহা দেবী প্রসাদ পাল (লোকনাথ এন্টারপ্রাইস) নামে আছে যাহার এ্যাকাউন্ট নং ৫০২০০০৫৫৯৫৫৯১

আদেশানুসারে
নন্দলাল শর্মা, সেরেস্তাদার, নবদ্বীপ সিভিল কোর্ট, নবদ্বীপ, নদীয়া

।। বিজ্ঞপ্তি।।

আমমোক্তার নামা

১) **শ্রীমত্যা দিপালী ঘোষ** স্বামী মৃত দেবকুমার ঘোষ, সাং গ্রাম ও পো: - পাটুলীগ্রাম, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, **(২) শ্রীমতী মিতা ঘোষ** পিতা মৃত দেবকুমার ঘোষ, সাং গ্রাম ও পো: - মহিষগড়িয়া, থানা- জামালপুর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, **(৩) শ্রীমতী রীতা লাহা** পিতা মৃত দেবকুমার ঘোষ, সাং গ্রাম ও পো: - পাটুলীগ্রাম, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, বিগত ইং ১১/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7618/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (শ্রীমতী রিমন হাওলাদার দাস ওরফে রিমন হাওলাদার স্বামী – শ্যামল হাওলাদার সাং হাসিমপুর পোঃ ও থানা – বলাগড়, জেলা- হুগলী-712123) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে চন্দন ভৌমিক পিতা মৃত লক্ষ্মীকান্ত ভৌমিক সাং আহম্মদপুর পোঃ পাটুলিগ্রাম, থানা – বলাগড়, জেলা- হুগলী-712501 মহাশয়কে, হুগলী এ.ডি.এস.আর, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4856/2024 নং দলিল মূলে বিক্রয় করি।
তপশীল – জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা বারুইপাড়া, জে.এল.-100, হাল এল. আর 116 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 738 দাগে বাঁশবাগান ঘোল আনায় 106 শতকের মধ্যে 3.30 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, যদি কাহারও কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিবেন আগামী ১ মাসের মধ্যে।

বিনীত
শ্রীমতী রিমন হাওলাদার দাস
ওরফে রিমন হাওলাদার

।। বিজ্ঞপ্তি।।

সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশান) ষষ্ঠ আদালত, আলিপুর
টি.এস নং – ৮২০/২০২০
সিদ্ধার্থ শংকর দাস
বনাম
দেবী শংকর দাস দীগর

এতদ্বারা, অমর গুপ্তা, সাকিম-গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক-ই প্রিমিসেস নং-১০৬ ডায়মন্ড হারবার রোড, থানা-ওয়াটগঞ্জ, কোলকাতা-৭০০০২৩, কে জানানো যাইতেছে যে, সিদ্ধার্থ শংকর দাস, পিতা-তারকনাথ দাস, সাকিম-২২ বি, মনসাতলা রোড, খিদিরপুর, থানা- ওয়াটগঞ্জ, সার্কাস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০০২৩, আপনার বিরুদ্ধে নিম্ন লিখিত তপশীল লইয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দমা করিয়াছেন।

তপশীল – এ

জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনা, থানা- ওয়াটগঞ্জ, মৌজা- খিদিরপুর, কোলকাতা কর্পোরেশানের অধীন, ওয়ার্ড নং-২৫ (পুরাতন), ৮১ (নুতন) অবস্থিত ৬৩/১ পাইপ রোড (পুরাতন), ২২ মনসাতলা রোড (নুতন) এ অবস্থিত ০২ কাঠা ৪ ছটাক পরিমিত জায়গার উপর তিনতলা বাড়ি মায় ইলেকট্রিক ও জলকলের সংযোগসহ ।

তপশীল – বি

প্রেমিসেস নং-১০৬, ডায়মণ্ড হারবার রোড, থানা-ওয়াটগঞ্জ, কোলকাতা- ৭০০০২৩ অধীনস্ত নিচুতলে তিনটি দোকান ঘর।

তপশীল সি

স্বর্ণ মুদ্রা ১টি, যাহার বর্তমান মূল্য - ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা, হীরা ১টি, রুবি ১টি, সাদা পোখরাজ ১টি, ইমারাল্ড-১টি।
তাহাতে আপনার কোন বক্তব্য থাকলে, আপনি অথবা আপনার নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবেন, অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে এরতরফা রায় হইবে ।

বাদীর পক্ষে — **আদালতের অনুমত্যানুসারে**
রঞ্জনা কুশবাহা উকিলবাবু — **প্রবীর মন্ডল সেরেস্তাদার**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২১ শে জুন। ৬ ই আষাঢ়। শুক্র বার। চতুর্দশী যুক্ত পূর্ণিমা তিথি মুহূর্ত। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ অম্বুবাচী পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ অম্বুবাচী প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ অম্বুবাচী যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : আজ অম্বুবাচী কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ অম্বুবাচী আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ অম্বুবাচী মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অম্বুবাচী আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ অম্বুবাচী কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ অম্বুবাচী আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : আজ অম্বুবাচী শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ অম্বুবাচী ।বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ অম্বুবাচী ।আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ অম্বুবাচী শুভারম্ভ। মা কামাক্ষা দেবী মন্দির বন্ধ। কামরূপ কামাখ্যা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় নীলাচল পাহাড়ে মহা মেলা। আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। বিশ্ব সংগীত দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিনা টিকিটের যাত্রা দূর করতে হাওড়া স্টেশনে বিশেষ ক্যাম্প কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিনা টিকিটের যাত্রারোধ করে বৈধ টিকিট নিয়ে যাত্রা করা নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে পূর্ব রেল বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। এব্যাপারে বারবার জনসচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে যাতে সবাই বৈধ টিকিট কেটে ট্রেন যাত্রা করেন। মাত্র ৫ টাকা বা ১০ টাকা খরচ করেই শহরতলির ট্রেনগুলিতে বহুদূরে যাওয়া যায় যেখানে সড়ক যানবাহনে ৫০ থেকে ১০০ টাকা খরচ হয়ে যায় সমদূরত্ব যেতে। কিন্তু এই সামান্য টাকাটুকু খরচ করে অনেকেই এখনো টিকিট কাটছেন না। বিনা টিকিটে যাত্রা এই অনভিপ্রেত অভিসন্ধি প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের হাওড়া স্টেশনে এক রেলওয়ে ক্যাম্প কোর্টের ব্যবস্থা করে। হাওড়া স্টেশনের সমস্ত গেটেই চিরুনি তল্লাশির মাধ্যমে বিনা টিকিটের যাত্রীদের চিহ্নিত করে স্টেশনের এই কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। এক্ষেত্রে বিচারপতি অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।

আশা করা যায়, এ জাতীয় ক্যাম্প কোর্টের মাধ্যমে জনসচেতনতা জাগ্রত হবে এবং সকলেই রেলে যথাযথ টিকিট কেটে ও লাগেজ বুক করেই যাত্রা করবেন। এই ক্যাম্প কোর্টের লক্ষ্য হল, যাত্রীদের ট্রেনে ভ্রমণের সময় বৈধ টিকিট কেনা এবং লাগেজ বুকিংয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষিত করা। এই বার্তাগুলি প্রচারের মাধ্যমে পূর্ব রেলওয়ে নিশ্চিত করতে চায় যে প্রতিটি যাত্রী যেন বৈধ টিকিট কাটেন এবং ট্রেনের নিয়মগুলি মেনে চলেন, যা রেল পরিষেবার পরিচালনা মসৃণ করে এবং স্থায়িত্বে অবদান রাখে।

ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে এই হাওড়া স্টেশনের ক্যাম্প কোর্টে ৬১৬ জন বিনা টিকিটের যাত্রীকে পেশ করা হয় এবং এদের কাছ থেকে ২,০৯,১০০ টাকা জরিমানা ও ভাড়াবাবদ সংগৃহিত করা হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের এই বিশেষ ক্যাম্প কোর্ট পূর্ব রেলওয়ের পরিষেবার অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং সমস্ত যাত্রীদের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই জাতীয় উদ্যোগগুলি কেবল ন্যায়বিচারের নীতিগুলিকেই সমর্থন করে না বরং যাত্রীদের মধ্যে দায়িত্ববোধকেও উৎসাহিত করে রেলওয়ে পরিচালনার দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে।

জুলাই থেকে ফের চলবে গরিব রথ এক্সপ্রেস

গুয়াহাটি, ২০ জুন: আগামী জুলাই থেকে দুই জোড়া গরিব রথ এক্সপ্রেসের পরিষেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। এই ট্রেনগুলি আগরতলা-কলকাতা এবং গুয়াহাটি-কলকাতার মধ্যে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের জন্য নির্ধারিত দিনগুলিতে চলবে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। প্রেস বার্তায় সব্যসাচী দে জানান, ট্রেন নম্বর ১২৫০২ আগরতলা-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস আগামী ৩ জুলাই থেকে প্রত্যেক বুধবারে চলবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ৭৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪৩০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে।

একইভাবে ট্রেন নম্বর ১২৫০১ কলকাতা-আগরতলা গরিব রথ এক্সপ্রেস ৭ জুলাই থেকে প্রত্যেক রবিবার কলকাতা থেকে ২১৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে মঙ্গলবার ০৫ঞ্ল ১৫ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্যস্থানের জন্য ধর্মনগর, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জংশন, ব্যান্ডেল জংশন ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। এছাড়া জানান, ট্রেন নম্বর ১২৫১৮ গুয়াহাটি-কলকাতা গরিব রথ এক্সপ্রেস আগামী ৬ জুলাই থেকে প্রত্যেক শনিবার চলবে। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ২১০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৪৩০ ঘণ্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে ট্রেন নম্বর ১২৫১৭ কলকাতা-গুয়াহাটি গরিব রথ এক্সপ্রেস ৪ জুলাই থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে ২১৪০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ১৬১৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জংশন, ব্যান্ডেল জংশন ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।

পার্কস্ট্রিট গুলি কাণ্ড অভিযুক্ত সোনা ও তার সঙ্গীদের ব্যাংকশাল আদালতে পেশ করা হল বৃহস্পতিবার।

প্রস্টেট অপারেশনের ক্ষেত্রে নয়া দিশা আর জি হাসাপাতালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রস্টেট অপারেশনের ক্ষেত্রে এক নয়া দিশা দেখাল কলকাতার আর জি হাসপাতাল। আরজি হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় জানান, লেজার সার্জারির সাহায্যে যে কোনও ধরনের প্রস্টেটের সমস্যা তাঁরা সমাধান করতে পারছেন অতি সহজেই। এতে রোগীরও সমস্যা কম হচ্ছে। লেজারের সাহায্যে অপারেশন করায় রক্তপাত কম হচ্ছে। খুব দ্রুত হাসপাতাল থেকে ছাড়াও পাচ্ছেন তাঁরা। আর এই ধরনের অপারেশ পূর্ব ভারতে প্রথম বলেও দাবি করেন তাঁরা।

রাজগঞ্জে ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হস্তিশাবক

বেলাকোবা, ২০ জুন: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গেট বাজার সংলগ্ন এলাকার তিস্তা ক্যানাল রোডে ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হল একটি হস্তিশাবক। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালবাজার সংলগ্ন তিস্তা, চেল, ঘিশ ও লিস সহ বিভিন্ন নদী থেকে প্রতিদিন বালি পাথর তুলে গজলডোবা ক্যানাল রোড দিয়ে ডাম্পার গুলি যায়। এদিন ভোরে এমনই একটি ডাম্পারের সামনে চলে আসে হস্তি শাবক। নিমেষের মধ্যে হস্তি শাবকটিকে ধাক্কা মারে ডাম্পার। রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে শাবকটি। শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রাস্তায় বয়ে যায় রক্ত। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জার চিরঞ্জিত পাল। রক্তাক্ত অবস্থায় শাবকটিকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে যান বনকর্মীরা। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন শাবকটি।

কাকদ্বীপ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় স্ট্যান্ডিং কমিটি সদস্যদের নিয়ে বাঁধ পরিদর্শন করলেন কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা।

বিধাননগর কমিশনারেটের কমিশনার বদল, সরানো হল একাধিক এসপিকেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিধাননগর: ভোটের পরই রাজ্য পুলিশে ফের রদবদল। এবার বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার গৌরব শর্মাকে বদলি করল নবান্ন। এছাড়া একাধিক জেলার পুলিশ সুপারও বদল করা হল। বীরভূমের জেলাশাসককেও বদলি করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন চলার সময় তিন জেলার পুলিশ সুপারকে বদল করেছিল নির্বাচন কমিশন। তালিকায় ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং সুন্দরবন পুলিশ সুপার। গত ১৯ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা ছিল পুরুলিয়ায়। সেই সভার মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরায় নির্বাচন কমিশন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার ছিলেন তিনি। সেই সময়ও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই তিন পুলিশ সুপারকে ফের স্বপদে বহাল করা হল। আবারও নিজের পদ ফিরে পেলেন পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার এবং সুন্দরবনের পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও। এছাড়া বীরভূমের জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠীকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে নবান্ন সূত্রে। উল্লেখ্য, এর আগে ভোটের মুখে বদলি হওয়া কাঁথির মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, মিনাখাঁর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারকেও পুরনো পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২১ জুন ২০২৪ ৬ আষাঢ় ১৪৩০ শুক্রবার

লাগাতার গণআন্দোলন করেই ভাঙতে হবে তৃণমূল এবং বিজেপির বাইনারি: ইয়েচুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'গণ আন্দোলন চালিয়ে যেতেই হবে। আর এই লাগাতার গণআন্দোলন করেই ভাঙতে হবে তৃণমূল এবং বিজেপির বাইনারি। একবার নয়, বারবার আঘাতেই চূর্ণ হবে বহু অর্থে নির্মিত এই দ্বৈরথ। এটাকেই পাখির চোখ করে জনতার কথা এবং তাঁদের দাবি তুলে ধরে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে সিপিআই (এম) এবং বামপন্থীরা।' দু'দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার এমনটাই জানানো হল সিপিআই (এম)-এর তরফ থেকে। পার্টির সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বৃহস্পতিবার মুজফ্‌ফর আহমদ ভবনে যে সাংবাদিক বৈঠক করেন তাতেই উঠে আসে ভবিষ্যতের এই কর্মপন্থার কথা।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ইয়েচুরি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচার অত্যন্ত ভালো হয়েছে। যেভাবে কমবয়সিরা প্রচারে অংশ নিয়েছে তা রাজ্য এবং দেশের পক্ষে আশাপ্রদ। সঙ্গে এও জানান, 'দিল্লির কুর্সিতে মোদির সরকার বসেছে। কিন্তু এবার লোকসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতার প্রয়োজনের চেয়ে মাত্র কুড়িটি সিট তাঁদের হাতে বেশি। আগের দশ বছর বিরোধীদের কথা বলতেই দেওয়া হয়নি। এবার তা হবে না। ফলে এবার 'নিট' দুর্নীতি থেকে ফসলের নামমাত্র সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে জবাবদিহি করতে হবে সরকারকে।'

এখানেই শেষ নয়, ইয়েচুরি এদিন এও বলেন, 'দেশের সর্বত্র সংসদের ভেতরে এবং বাইরে জনতার প্রতিদিনের জীবনের সঙ্কট এবং গণতন্ত্র-সংবিধান রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন জারি রাখবে সিপিআই (এম)।' আর রাজ্যের প্রসঙ্গে এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে ইয়েচুরি এও বলেন, 'লাগাতার গণআন্দোলন করেই ভাঙতে হবে তৃণমূল এবং বিজেপি'র এই বাইনারি।' আর সেলিম বলেছেন, 'অসম লড়াইয়ে নেমেছিল এ রাজ্যে বাম এবং কংগ্রেস। আমাদের কাছে তা অস্পষ্ট ছিল না। তার মধ্যেই চলেছে লড়াই। বাম-কংগ্রেস কেবল তৃণমূল এবং বিজেপি'র বিরুদ্ধে লড়েনি। মাসল-মিডিয়া-মানি পাওয়ারের বিরুদ্ধেও লড়েছে। নির্বাচন কমিশন গেটকিপারের বদলে গোলকিপারের কাজ করেছে। তৃতীয় দফার ভোট থেকে মেরুকরণে সক্রিয়াভবে করা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন বা সাধুসন্তদের টেনে আনা হয়েছে প্রচারে। আরেকদিকে সংখ্যালঘু বিরোধী প্রচার চলেছে খোলাখুলি। মুসলিম এবং হিন্দু, দু'পক্ষকেই ভয় দেখানো হয়েছে। জীবন জীবিকার প্রশ্ন পিছনে সরে গিয়ে ধর্মীয় পরিচিত সামনে এসেছে।' এরই পাশাপাশি ইয়েচুরি এক বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির বিরুদ্ধে। এদিন ইয়েচুরি জানান, 'এখন ভোট সামলাচ্ছে পেশাদার সংস্থা। বিপুল অর্থ কাজ করছে। ভাড়াটে কোম্পানি কেবল প্রচার ম্যানেজ করছে না। বুথ থেকে গণনাকেন্দ্র ম্যানেজ করছে। গণনাকেন্দ্রে কাউন্টিং টেবিল কেনা হয়েছে।'

নির্বাচনী লড়াই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অসম প্রতিযোগিতা জেনেই তো লড়াইয়ে নেমেছি। মিথ একদিনে ভাঙে না। বারবার আঘাতে ভাঙতে হবে। বাইনারির এই মিথ বহু অর্থে নির্মিত। বারবার আঘাতেই তা ভাঙবে। উত্তরপ্রদেশে যেমন দশ বছর সময় নিয়েছে মিথ ভাঙতে। বাংলাতেও ভাঙবে।'

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' অনুষ্ঠানে সামিল হলেন না রাজ্যপাল, দিলেন ভিডিও বার্তা

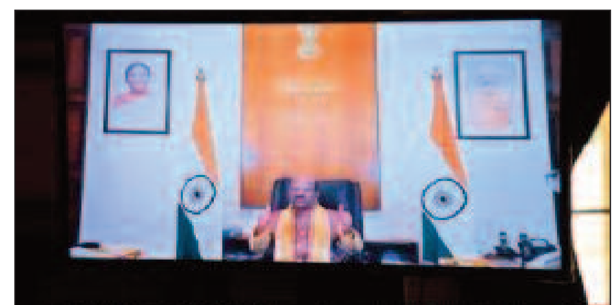

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের তুঙ্গে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। বৃহস্পতিবার ২০ জুন কেন্দ্রের নিয়ম মেনে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তবে অনুষ্ঠান কক্ষে যাননি তিনি। পরিবর্তে দেন ভিডিও বার্তা। রাজভবনে থাকা সত্ত্বেও কী কারণে অনুষ্ঠানস্থলে আসলেন না তিনি, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। এদিকে, রেড রোডে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করল রাজ্য বিজেপি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে ইতিমধ্যেই শ্রদ্ধা জানান বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবনেও পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। গত কয়েক বছর ধরে ২০ জুন পালিত হত পশ্চিমবঙ্গ দিবস। তবে এ বছর থেকে পয়লা বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হল রাজভবনে। গত বছর প্রথমবার এই দিনটি পালন করা হয়েছিল। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও এই দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে মেনে নেননি। প্রথমবারই তিনি চিঠি দিয়ে রাজ্যপালকে নিষেধ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এই দিনে বাংলাভাগের স্মৃতি বহন করছে দুই বাংলা, তাই এই দিনে অনুষ্ঠান করা উচিত নয়।

তবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার তোপ কোনও ব্যক্তির ইচ্ছা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কিচ্ছু করা যাবে না। আজকের দিনের ইতিহাস বদলেও দেওয়া যাবে না। এরই রেশ টেনে শুভেন্দু এদিন এও বলেন, 'এই যে ইতিহাস, প্রামাণ্য রেকর্ড আইনসভায় রয়েছে এটা কেউ বদলাতে পারবে না। আজ দেশের সমস্ত রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করছেন রাজ্যপালরা। অসমেও হচ্ছে, অন্য রাজ্যেও হচ্ছে। আজকের দিনের ইতিহাস কখনও বদলানো যায় না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে আমরা ভারতে থাকতে পারতাম না। পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার ১৯৪৭ এর ২০ জুনের প্রামাণ্য রেকর্ড দলিল সেই কথা বলছে। অতএব কোনও ব্যক্তি সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে ইতিহাস বদলানো যাবে না।'

প্রসঙ্গত, ২০ জুন দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হলেও রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ১ বৈশাখ। কেন্দ্রের নিয়ম মেনে বৃহস্পতিবার রাজ্য দিবস পালন করা হয়। সেখানে জাতীয় সঙ্গীতের পর রাজ্য সঙ্গীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি বাজানো হয়। নিয়ম অনুযায়ী এই গান বাজানোর সময় উঠে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু অতিথিরা উঠে দাঁড়াননি। এদিনের বিজেপির তরফ থেকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন সম্পর্কে রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন জানান, 'ক্ষমতার দম্ভে কারা ইতিহাস বদলাতে চায় সেটা সারা দেশ দেখেছে। অতীতের নামকরণ বাদ দেওয়া। এগুলো বিগত ১০ দল বছর ধরে কোন রাজনৈতিক দল করেছে তা সবাই দেখেছে।'

নিউটাউন রামমন্দির এলাকায় উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের রামমন্দির এলাকার বাসিন্দারা যাঁরা সকালে হাঁটতে বের হন তাঁদেরই নজরে আসে রামমন্দিরের সামনে এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন, মদ্যপ অবস্থায় উল্টে পড়ে রয়েছেন ওই ব্যক্তি। এরপর একটু ভালো করে দেখার পর তাঁরা বুঝতে পারেন, শরীরে কোনও সার নেই। মাছি ভন্ ভন্ করে ঘুরছে। পরে থানায় খবর দেওয়া হলে ইকোপার্ক থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। তবে ওই ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

এদিকে ইকো পার্ক থানা সূত্রে খবর, দেহের নাকে মুখে ও হাঁটুতে রক্তের দাগ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অন্যত্র খুন করে দেহ ফেলে দিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা।

এই ঘটনায় ইকো পার্ক পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা নিত্যদিনের মতো এদিনও প্রাতঃভ্রমণে বের হন। তখনই তাঁরা দেখতে পান রাম মন্দিরের সামনে খাল পাড়ে একজন পড়ে রয়েছে। ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলেনি। এরপর ইকোপার্ক থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। একইসঙ্গে ইকোপার্ক থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটা একটা খুনের ঘটনা। কী কারণে খুন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই এলাকায় এমনিতে নির্জন। তাই পুলিশের ধারণা, অন্য জায়গায় খুন করে রাতের অন্ধকারে দেহ এখানে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। আশপাশের থানায় পুলিশের তরফে খবর দেওয়া হয়েছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে সব নথি পোর্টালে আপলোড করতে হবে, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় বড় নির্দেশ দিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। বৃহস্পতিবার তিনি নির্দেশ দেন, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের সব সরকারি স্কুলের শিক্ষক -শিক্ষিকাদের সরকারি পোর্টাল 'বাংলা শিক্ষা' পোর্টালে সব তথ্য এবং নথি আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কারণ, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু মনে করেন, যে শিক্ষক বা শিক্ষিকারা স্কুলে পড়াচ্ছেন, তাঁদের যোগ্যতা কী, তা পড়ুয়াদের অভিভাবকদের জানা উচিত। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর রাজ্যের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীরাও প্রশ্ন তুলেছেন এই ইস্যুতে।

বিচারপতি বসু এদিন এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, 'স্কুলের শিক্ষক যে যে বিষয়ে পড়াচ্ছেন, সেই বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা কী, সেটা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের জানা উচিত। কারণ অভিযোগ উঠেছে যে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা নেই, অথচ তাঁরা স্কুলে পড়াচ্ছেন। রাজ্যকে সেই জন্য প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা কী, তা সরকারি পোর্টালে আপলোড করতে হবে।' এদিকে রাজ্যের সমস্ত স্কুলের শিক্ষক- শিক্ষিকাদের তথ্য জোগাড় করতে আরও দু'মাস সময় লাগবে বলে আর্জি জানিয়েছিলেন রাজ্যের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক। রাজ্যের আইনজীবী এদিন আদালতে হুগলি, বীরভূম ও নদিয়া জেলার রিপোর্ট তুলে দেন বিচারপতির হাতে। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, রাজ্যের আইনজীবী সময় চাইলেও তবে সময় দিতে রাজি হননি বিচারপতি। একইসঙ্গে বিচারপতি বসু রাজ্যের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'রাজ্য সমস্ত ব্যাপারে এত স্লো কেন তা নিয়েও। সঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, 'আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। বহু শিক্ষক চার-পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছেন, কিন্তু কোনও রকম নিয়োগপত্র নেই। তাই আর দেরি করা যাবে না। কারা স্কুলে চাকরি করছে সেটা সবার জানার দরকার।' এই নির্দেশ বিচারপতি বসুকে দিতে শোনা যায় মুর্শিদাবাদের গোথা হাইস্কুলের একটি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাতে। কারণ, এই গোথা হাইস্কুলে কতজন বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আর এই মামলায় তদন্তভার যায় সিআইডির হাতে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ দাবি করেছেন, এভাবে শিক্ষকদের মর্যাদা নষ্ট করছে রাজ্য সরকার। বিজেপি নেতা বলেন, 'শিক্ষকদের মর্যাদাটা কোথায় নামিয়ে এনেছে সরকার। এখনও আমরা আমাদের শিক্ষকদের দেখলে প্রণাম করি। আর এখন তো শিক্ষকদের দেখলে জানতে চাওয়া হয়, সাদা ওএমআর জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল কি না। শিক্ষক সমাজের প্রতি এটা অবমাননাকর বিষয়।'

পর্ণশ্রী থেকে নিখোঁজ অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: পর্ণশ্রীতে থেকে নিখোঁজ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্র। পর্ণশ্রী বিশালাক্ষী তলার বাসিন্দা তারাতলা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে রোহিত সাউ। রোহিতের পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৪ তারিখ শুক্রবার সকাল দশটার সময় স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেলেও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন এলাকার বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর শুরু করে। খোঁজ নেওয়া শুরু হয়, প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি থেকে শুরু করে সম্ভাব্য যে সমস্ত জায়গায় সে যেতে পারে সব জায়গাতেই। খোঁজ নেওয়ার পরও রোহিতের কোনও খোঁজ মেলেনি। এরপর রাতে শিয়ালদা স্টেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খোঁজখবর করতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। তাতেও কাজ না হওয়ায় পর্ণশ্রী থানায় লিখিতভাবে নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। বিষয়টি জানানো হয় লালবাজারেও। শুধু তাই নয়, রোহিতের পরিবারের সদস্যরা রোহিত সাউয়ের ছবি প্রিন্টআউট করে বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ছবি দেওয়ালে আটকে দেয়।

তবে রোহিতের এই নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার পর কেটে গেছে সাত-সাতটি দিন। এখনও রোহিত বাড়ি না ফেরায় আতঙ্কের মধ্যে রাত কাটাচ্ছেন পরিবারে লোকজন। ইতিমধ্যেই পর্ণশ্রী থানার পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ চারিদিকে খতিয়ে দেখে খোঁজ চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

সরকার চাকরি দিতে চাইলেও মামলা করে ঠেকাচ্ছে বিরোধীরা, দাবি কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চাকরি ঠেকাতে মামলা করে অহেতুক জটিলতা তৈরি করছে বিরোধীরা। অথচ সরকার চায় চাকরি দিতে। আর এই মামলা করতেই চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকেই তোলা হয়েছে বিপুল টাকা। সেই টাকাতেই করা হয়েছে একের পর এক মামলা। আর এই মামলার জেরেই আটকে গিয়েছে চাকরি। এদিনই এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করতে শোনা গেল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। শুধু অভিযোগই নয়, নিজের বক্তব্য যে নির্ভুল তার জন্য সামনে আনলেন হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপের স্ক্রিনশটও। একইসঙ্গে এই অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে তিনি এও জানান, আইনজীবীদের একাংশ যাঁরা মূলত বিরোধী শিবিরের তাঁরাই এই কাজ করে অগুণতি টাকা সংগ্রহ করছেন। একাধিক গ্রুপ থেকে এই অভিযোগ এসেছিল।

তবে বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই নিট, নেট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিদ্ধ করতে ছাড়েননি কুণাল। তারপরই একহাত নেন বাংলার বিরোধীদের। বলেন, 'নিট, এবং নেট দুটোই দুর্নীতির ঘূর্ণাবর্তে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত করতে চলেছে। পরীক্ষায় অনিময়, দুর্নীতি, টাকার খেলা, সব অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চাকরি দিতে চেষ্টা করছে তখন কিছু লোকের ভুলে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই সমস্যা কাটিয়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করছে তখন বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে নানারকম মামলা করে জটিলতা তৈরি করা হচ্ছিল। এখন একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট সামনে এসেছে। মামলা করে জটিলতা তৈরি করার জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে, আগে আমরা এই অভিযোগ পেয়েছিলাম চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে।'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় একটি টুইটও করতে দেখা যায় কুণালকে। কুণালের দাবি, '২০১৪ বঞ্চিত টেট পাশ হাওড়া বলে একটা গ্রুপ রয়েছে। সেখানে এক আইনজীবীর নাম করে লেখা হয়েছে, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সে বলছে ২৫ হাজার টাকা দাও হয়ে যাবে। আর একজন বলছে, সেই আইনজীবী আমার কাছ থেকে চল্লিশ নিয়েছিল মনে হচ্ছে পুরোটাই জলে গেল।' কুণালের দাবি, এখানেই ফিরদৌস বলে একজনের নাম রয়েছে। তিনি বলেন, 'এই ফিরদৌস যে কেউ হতে পারেন। অনেকে এই নামে থাকতে পারেন। কে এই ফিরদৌস? আমি নির্দিষ্টভাবে কোনও ফিরদৌসকে বলছি না। বা যাঁরা যার মতো ভেবে নেবেন। কিন্তু আমরা তদন্ত চাই। এই গ্রুপ, আগের অভিযোগ থেকে প্রমাণিত হয় চাকরির জটিলতা তৈরির জন্য যে মামলা হয়েছে তা করতে গিয়ে কিছু আইনজীবী বিপুল টাকা তুলেছেন। এটা একটা মামলা কেলাঙ্কারি।'

চিকিৎসার জন্য এসে কলকাতা থেকে উধাও এক বাংলাদেশি যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সাংসদের পর কলকাতা থেকে উধাও এক বাংলাদেশি যুবকও। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে উধাও হয়ে যান বছর তেইশের মহম্মদ দেলওয়ার হোসেন। বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাসিন্দা এই মহম্মদ দেলওয়ার। এই ঘটনা সামনে আসতেই বিদেশি নাগরিকের খোঁজে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে চিকিৎসার স্বার্থে কলকাতায় এসেছিলেন দেলওয়ার। কলকাতায় এসে মির্জা গালিব স্ট্রিটের এক হোটেলে ওঠেন তিনি। এরপর বুধবার রাত থেকে তাঁর হদিস মিলছে না। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা থেকে ভিনদেশি নাগরিকের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত জেলা ঝিনাইদহের সংসদ সদস্য ও শাসকদলের কালীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামি লিগের সভাপতি আনোয়ারুল আজিম আনার চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তারপর থেকেই যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না বলে জানান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পরে জানা যায় তাঁকে খুন করা হয়েছে। নৃশংসভাবে দেহ কেটে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এখনও সেই দেহাংশ উদ্ধার হয়নি। এর মধ্যেই ফের একবার কলকাতা থেকে উধাও হলেন আরেক বাংলাদেশি নাগরিক।

পানিহাটির ঐতিহ্যবাহী দন্ড মহোৎসবে ভক্তদের ঢল, সতর্ক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পানিহাটির ঐতিহ্যবাহী দন্ড মহোৎসব এবারে ৫০৮ বছরে পদার্পণ করল। যা দই-চিঁড়ে উৎসব নামেও পরিচিত। পানিহাটির গঙ্গা তীরবর্তী মহোৎসবতলা ঘাটে প্রতি বছর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লাখ ভক্তের সমাগম ঘটে। ভক্তদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবার ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে পানিহাটির দন্ড মহোৎসবে গরমে ভিড়ের চাপে অসুস্থ হয়ে তিনজন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। এবছর যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে নজর রেখে সতর্ক প্রশাসন। ভক্তদের দাবি, এবছর পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভার পক্ষ থেকে ভালোই পরিষেবা মিলেছে। উৎসব প্রাঙ্গণে তাদের কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কথিত আছে, হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পানিহাটিতে পাঠিয়েছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে। এদিকে হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের রাজার একমাত্র পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমায় আকৃষ্ট হন। মহাপ্রভুর দেখা পেতে তিনি নানা স্থানে ঘুরতে থাকেন। একদিন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পানিহাটিতে এসেছেন শুনে সেখানে হাজির হন রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁকে না জানিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভের চেষ্টা করায় রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ওপর বিরাগভাজন হলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু। শাস্তি স্বরূপ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উপস্থিত সমস্ত ভক্তদের দই-চিঁড়ে-কলা খাওয়ানোর নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ সাদরে গ্রহণ করেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী। সেই থেকে প্রতি বছর পানিহাটি মহোৎসবতলা ঘাটে জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহা সমারোহে হচ্ছে দন্ড মহোৎসব। শুধু পানিহাটিই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে উৎসবকে ঘিরে এখানে অগনিত ভক্তদের সমাগম ঘটে। উৎসব ঘিরে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। সেদিকে নজর রেখেই নজরদারি চালান ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। এদিন তিনি বলেন, ২০২২ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়। সেদিকে নজর রেখেই দর্শনার্থীদের জন্য সমস্ত রকমের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। পানিহাটি পুরসভা, পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা টিম, দমকল একযোগে কাজ করেছে।

সম্পাদকীয়

পরীক্ষার ভালো ফল দিয়েই কি সত্যি সত্যিই মেধার বিচার হয়?

পরীক্ষায় ভাল ফল কেবল মেধা দিয়ে হয় না। কৌশলও আছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দিতে হয়; যা অনেকে রপ্ত করতে পারে না। সময় বেশি দিলে হয়তো সে-সব ছাত্র-ছাত্রী বর্তমান প্রথম, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর চেয়েও বেশি নম্বর পেত। এরাই যখন গবেষক হয়, লেখক হয়; সেখানে সময়ের বাঁধাবাঁধি থাকে না; ধীরেসুস্থে, মস্তিষ্ক স্থির রেখে কাজ করতে পারে এবং নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করে। চটজলদি চাকচিক্য, গণমাধ্যমের জোরালো আলো এদের উপরে হয়তো পড়ে না, কিন্তু শেষ হাসি এরাই হাসে। আমাদের সমাজ বাহ্যিক রূপের পূজারি। তাই কোন পরীক্ষায় কে প্রথম হয়েছে, কে দ্বিতীয় হয়েছে; এটা নিয়েই বেশি চর্চা চলে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স-আইআইটি, বা রাজ্য স্তরে ও কেন্দ্রীয় স্তরে সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষাগুলিকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখি আমরা। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, সেখানেও ওই এক ব্যাপার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর প্রদান, ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেও দ্রুত উত্তর দিতে হয়; যা অত্যন্ত মেধাবী বহু ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। কারণ, ওই দক্ষতাটা (টেকনিক) সবার থাকে না, সবাই রপ্ত করতে পারে না, আবার অনেকে করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করে না। জগদীশচন্দ্র বসু কিংবা নিলস বোর, রবীন্দ্রনাথ কিংবা শেক্সপিয়র, সিগমুন্ড ফ্রয়েড; স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় হয়েছিলেন বলে তথ্য নেই। এঁদের মেধা নিয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ আছে কি? বহু মহৎ সৃষ্টি দীর্ঘ সাধনার ফল হিসাবে ফলেছে। গোয়টে ফাউস্ট লিখেছিলেন প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে। মার্গারেট মিচেলও গন উইথ দি উইন্ড লিখতে দীর্ঘ সময় নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর নিভৃতবাসে সাহিত্য নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা না করলে ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড-এর ছোটগল্পগুলি এত উৎকর্ষ লাভ করত কি না, কে জানে। পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আর্কিমিডিস থেকে এডওয়ার্ড জেনার; সময় না দিলে এঁরা না-পারতেন তরলে নিমজ্জিত বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করতে, অথবা গুটিবসন্ত- প্রতিষেধক আবিষ্কারে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হতে। অতএব পরীক্ষার ফলকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আনন্দকথা

কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু দুঃখ, অশান্তিই বেশি। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সেঁকুল কাঁটার মতো এক ছাড় তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢুকলে বেরুনো মুশকিল। মানুষ যেন ঝলসা পোড়া হয়ে যায়।"

একজন ভক্ত — এখন উপায়?

(উপায় — সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা)

শ্রীরামকৃষ্ণ — উপায় ঃ সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা।

"বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় না, সর্বদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাকল নাড়ীজ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়। তবে কোন্‌টি কফের নাড়ী, কোন্‌টি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।"

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

বিকাশ ভট্টাচার্য

১৯৪০ বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের জন্মদিন।
১৯৬০ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এস পি সিং বাঘেলের জন্মদিন।
১৯৮৩ ভারতীয় বায়ুসেনা আধিকারিক অভিনন্দন বর্তমানের জন্মদিন।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রতিশ্রুতি কে দেবে!

সুপ্রিয় দেবরায়

এবারের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে ভারতের জনগণ শর্তসাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদির ওপরই আস্থা রেখেছে। গত দু'বারের নির্বাচনে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এককভাবে সরকার গঠনের যোগ্যতা অর্জন করলেও এবারের ম্যান্ডেট বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদিকে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে সরকার চালানোর ব্ল্যাংক চেক দেয়নি। বোধহয় প্রথম এই নির্বাচনের ফলাফল প্রায় সমস্ত দলকেই খুশি করেছে। বিজেপি শরিক দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়তে পেরে খুশি; নায়ড়ু, নীতীশ সরকারের উপর চাপ বজায় রাখতে পারার ক্ষমতা অর্জন করে খুশি; কংগ্রেস প্রায় অতল জলে হারিয়ে যেতে যেতে খড়কুটো ধরে ভেসে উঠতে পারাতে খুশি; সমাজবাদী পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো আঞ্চলিক দলগুলি খুশি নিজেদের রাজ্যে দাপট বজায় রাখতে পেরে। একমাত্র অখুশি খুব সম্ভব বামদল, যাদের অস্তিত্ব এখন সঙ্কটে পশ্চিমবঙ্গের পর কেরালাতেও। তবে একটি চাপা উদ্বেগ রয়েছে দু'টি জাতীয় দলেরই। বিজেপির জন্য উদ্বেগের প্রধানতম কারণ হল উত্তরপ্রদেশ এবং আংশিকরূপে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান। বিজেপি ভাগ্যবান যে খাদের ধার থেকে ফিরে এসেছে। আত্মগরিমা এবং অহংবোধ ত্যাগ করে মানুষের কাছে থাকার বিশেষ প্রয়োজন এই মুহূর্তে। কংগ্রেসের উদ্বেগের কারণ ৩২৪ স্থানে প্রার্থী দিয়েও এখনও তারা দু'ই অঙ্ক ৯৯তেই আটকে আছে, ছয়টি রাজ্যে একটিও আসন অর্জন করতে পারেনি; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধ্যপ্রদেশ। আঞ্চলিক দলের ভরসায় নয়, কবে তারা এককভাবে অন্তত্তপক্ষে ২০০৯ সালের ২০৬ আসনসংখ্যা অতিক্রম করতে পারবে! ২০০৯ সালে আটটি রাজ্যে তারা ১০-এর অধিক আসন অর্জন করেছিল, এবার যেটা তারা করতে পেরেছে একমাত্র মহারাষ্ট্র ও কেরালাতে। যেখানে বিজেপি এবার এই ভরাডুবির সময়েও ১০টি রাজ্যে ১০+ আসনসংখ্যা ধরে রাখতে পেরেছে ২০১৯-এর ন্যায়, একমাত্র ব্যতিক্রম হরিয়ানা ও ঝাড়খণ্ড; ওড়িশাতে এবার আসনসংখ্যা বেড়ে ৮ থেকে ১৯ হয়েছে। কংগ্রেসের নিকট সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই মুহূর্তে অলীক স্বপ্ন হলেও, আত্মতুষ্টিতে না ভুগে, ১৯৯১ কিংবা ২০০৯-এর এককভাবে জয়ী আসনসংখ্যার গরিমা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাতে ব্রত থাকতে হবে।

১৯৫২ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত যতগুলো লোকসভার নির্বাচন হয়েছে, সে নির্বাচনগুলোর মধ্যে ১৯৭৭ সালের নির্বাচন ছাড়া বাকি নির্বাচনগুলোতে কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। এরপর থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আর কখনও এককভাবে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। ১৯৯১ সালে নরসীম্মা রাও একবার ও ২০০৪ সালে ড. মনমোহন সিং দুই মেয়াদে সফলভাবে কোয়ালিশন সরকার চালিয়েছেন। এ দুই কৃতবিদ্য প্রধানমন্ত্রীর মাঝামাঝি সময়ে বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা অটল বিহারী বাজপেয়ী ছয় বছর এনডিএ গঠন করে কোয়ালিশন সরকার চালিয়েছেন। তারা তিনজনই শরীক দলগুলোর সঙ্গে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম ঠিক করে সে অনুযায়ী সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছিলেন। ফলে সরকার তিনটি ছিল বেশ সুষম, সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সে অর্থে কোনও দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়া শাপে বর হয়েছে। কয়েকদিন আগে বিজেপির সদর দপ্তর থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণে তার প্রতিফলন দেখা গেল। কর্মীদের এনডিএ জোটের বিজয় সাড়ম্বরে উদযাপন করার কথা বললেও এবার বিরোধী দলগুলোর কঠোর সমালোচনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন। এটি একজন পরিণত রাজনীতিবিদের লক্ষণ। এই পরিবর্তন যদি তাঁর মধ্যে অটুট থাকে, একটি সম্প্রীতির বাতাবরণ রাজনীতির বায়ুমণ্ডলে হয়ত বইতে দেখা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতীয় রাজনীতির বিপরীত ধারার প্রতিনিধিত্ব করেও বিশেষ বন্ধন ভাগ করে নিয়েছিলেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী ছিলেন রাজীব গান্ধীর থেকে প্রায় ২০ বছরের বড় এবং তাঁকে ছোট ভাই বলে মনে করতেন। ১৯৯১ সালে রাজীব গান্ধীর হত্যার কয়েকদিন পর বাজপেয়ী নিজেই এই কথা বলেছিলেন। রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর অটল বিহারী বাজপেয়ী আরও একটি তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন যে রাজীব গান্ধী তাঁর বেঁচে থাকার কারণ। রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ীকে জাতিসংঘে একটি সরকারী প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যাতে বিজেপি নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার কিডনির অসুস্থতার জন্য চিকিৎসা করাতে পারেন, সরকারি খরচায়।

তবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, দ্বিতীয় প্রজন্মের সাফল্য। কমপক্ষে চারজন প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, যাদের বয়স ২৫ বছর। তারা হলেন সমাজবাদী পার্টির পুষ্পেন্দ্র সরোজ ও প্রিয়া সরোজ এবং লোক জনশক্তি পার্টির সম্ভবি চৌধুরী ও সঞ্জনা জাটভ। এদের মধ্যে সম্ভবি চৌধুরী বিহারের নীতিশ কুমারের মন্ত্রীসভার সদস্য অশোক চৌধুরীর মেয়ে। সঞ্জনা জাটভ রাজস্থানের ভরতপুর আসনে বিজেপির রামস্বরূপ কলিকে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। পুষ্পেন্দ্র সরোজ কৌশাম্বী আসনে বিজেপির সংসদ সদস্য বিনোদ কুমার সোনকারকে পরাজিত করে জিতেছেন। তিনি পাঁচবারের বিধায়ক এবং উত্তরপ্রদেশের সাবেক মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ সরোজের ছেলে। প্রিয়া সরোজ মছলিশহর আসনে বিজেপির সংসদ সদস্য ভোলানাথকে হারিয়েছেন। তিনি তিনবারের সংসদ সদস্য তুফানি সরোজের মেয়ে। এঁদের মধ্যে একমাত্র সঞ্জনা জাটভ একজন সাধারণ গৃহবধূ, যার কোনও পারিবারিক রাজনৈতিক পরিচয় নেই।

উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদবের উত্থান, বিবিধ চাপের মধ্যেও এমকে স্ট্যালিনের সাফল্য ধরে রাখা, ভাঙাগড়া খেলার মধ্যে চোয়াল শক্ত করে বিহারে তেজস্বী যাদবের লড়ে যাওয়া, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরের মহাজোটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই; এবং একইসঙ্গে এনডিএ শিবিরে জ্যোতিরাদিত্য শিন্ডে, জিতিন প্রসাদ, জয়ন্ত চৌধুরী, লোকেশ নারার সাফল্য এবারের লোকসভা ভোটে দ্বিতীয় প্রজন্ম রাজনীতিবিদদের সাফল্য। অখিলেশের নেতৃত্বাধীনে উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সাফল্য এবারের লোকসভা ভোটের সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। একমাত্র তাঁর কারণেই বিজেপি এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। গোটা উত্তরপ্রদেশের প্রান্তিক স্থান চষে বেড়িয়ে সংগঠনের নবনির্মাণ করেছেন। তিনি নজির তৈরি করেছেন, উত্তরপ্রদেশেও বিজেপিকে হারানো সম্ভব। এমকে স্ট্যালিন এবারও তামিলনাড়ুতে বিজেপিমুক্ত রাখতে পেরেছেন। সংখ্যার নিরিখে তেজস্বী যাদবের ৪টি আসন সেরকমভাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও, একক দল হিসেবে রাষ্ট্রীয় জনতা দল সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে। অন্তর্ঘাতে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরতে হলেও, মহারাষ্ট্রে উদ্ধব ঠাকরে কংগ্রেস এবং এনসিপি-র সঙ্গে জোট করে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের অভিষেক সংঘটনে এবং প্রচারে যে ভূমিকা নিয়েছেন, তা সর্বজনবিদিত। ঠিক একইভাবে বিজেপি এবং এনডিএ-তেও দ্বিতীয় প্রজন্ম রয়েছে এবং যারা সাফল্যের মুখ দেখেছেন।

তবে এই দ্বিতীয় প্রজন্মের সাফল্য দীর্ঘমেয়াদি কিনা, সেটা ভবিষ্যৎ বলবে। অখিলেশ, স্ট্যালিন, উদ্ধব, অভিষেক, জ্যোতিরাদিত্য শিন্ডে, জিতিন প্রসাদ, জয়ন্ত চৌধুরীর সাফল্য বা উঠে আসা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, তাঁরা রক্তের সম্পর্কের জন্যই সেই জায়গা পেয়েছেন। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিতে দ্বিতীয় প্রজন্মের সাফল্য দীর্ঘমেয়াদি না-ও হতে পারে। অচিরেই তাঁরা ব্যর্থ হয়ে পড়েন। কারণ, বংশপরম্পরায় দলের নেতৃত্ব ঠিক হওয়া গণতান্ত্রিক লক্ষণ নয়। সেই হিসেবে বিজেপির সুকান্ত মজুমদার, যার তিন কুলে কেউ কখনও রাজনীতি করেননি, অনেক বেশি আগ্রহের বিষয়। মমতার রাজনীতির ভিত ছিল আন্দোলন, সেই জন্যে তাঁর ভাষা প্রান্তিক অংশকে ছুঁয়ে যায়, কিন্তু অভিষেকের রাজনীতি ক্ষমতা দিয়ে শুরু। আজকের রাজনীতি আবেগের বদলে প্রযুক্তির উপর বেশি নির্ভরশীল। রাজনীতির ভবিষ্যৎ কে বেঁধে দেবে, তার দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে আমাদের এখন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বাসস্থান, সামাজিক সুস্থ চেতনা - এসব আর রাজনীতির মুখ্য বিষয় নয়। অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হওয়ার প্রতিশ্রুতি এখন রাজনীতির অঙ্ক নয়, ভোটব্যাংকের সংখ্যাটা টিকিয়ে রাখাই এখন মুখ্য উদ্দেশ্য। অনুদান-মুখী উন্নয়ন চলছে, তাই নিয়ে বিতর্কও চলছে। এই প্রবণতা আরও বাড়বে, এবারের ভোটের ফলাফল তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানেই কি সরকারের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়! হয়ত প্রয়োজন এখন এমন কয়েকজন রাজনৈতিক মুখের, হোক সে নবীন প্রথম প্রজন্ম কিংবা দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রজন্মের রাজনীতিবিদ, যারা মানুষের মধ্যে মৌলিক অধিকারগুলির বোধ প্রোথিত করতে সক্ষম। মানুষ যে ক্রমেই ভুলতে চলেছে, কী ভাবে নিজের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়।

সরকারি ব্যাঙ্ক এখন বোধহয় প্রকৃত ব্যাংকের কাজে জোর দেবে

কুশল চক্রবর্তী

দৃশ্য এক: কর্মব্যাস্থ এক সরকারি ব্যাংকে প্রবেশ করলেন সদ্য চাকরি থেকে অবসর নেওয়া ৬০ উর্ধ্ব এক ভদ্রমহিলা। কিছু ফিক্সড ডিপসিট করবেন ওই ব্যাংকে। যাতে কিনা সুদের টাকায় অবসর জীবন ভালভাবে কাটানো যায়। ব্যাংকের আধিকারিক তো প্রায় আঁতকে উঠলেন। নানাভাবে বোঝাতে থাকলেন, ব্যাংকের এফডি থেকে মিউচুয়াল ফান্ডে টাকা রাখা কত ভাল। সুদ বেশী, করের ঝামেলা নেই। চিন্তিত মুখে চলে গেলেন মহিলা ব্যাঙ্ক ছেড়ে। বললেন বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

দৃশ্য দুই: সদ্য চাকরি পেয়ে একটি ছেলে ব্যাংকে গেছে একটা রেকারিং ডিপোসিট অ্যাকাউন্ট খুলবে বলে। ব্যাংকের আধিকারিক তাকে দিয়ে খুলিয়ে নিলেন একটা মিউচুয়াল ফান্ডের এস আই পি। কারন এতেই নাকি ছেলেটির বেশী লাভ হবে। ছেলেটিও বেশী লাভের আশায় এস আই পি খুলতে রাজি হয়ে গেল।

দৃশ্য তিন: মাঝ বয়সি একজন ভদ্রলোক তার কর্মক্ষেত্রে থেকে হটাত কিছু বেশী রোজগার করেছেন, ব্যাংকে গেলেন। মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তা করে ব্যাংকে কিছু ফিক্সড ডিপোসিট করবেন, একটু বেশী সময়ের জন্য। ব্যাঙ্ক আধিকারিক তাকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। কি করে তাদের ব্যাংকের ইনস্যুরেন্সে টাকা রাখলে সব দিক থেকেই তিনি লাভবান হবেন। হয়ত লোকটি অধিক লাভের আশায় করেও ফেললেন তাদের ইনস্যুরেন্সের কোন স্কিম।

দৃশ্য চার: এক নব বিবাহিত দম্পতি অনেক দিন ধরেই ব্যাংকে ঘুরছেন কারন তাদের একটা লকার চাই। প্রথমেই তাদের বলা হল লকার এখন খালি নেই। খালি হলে দেওয়া যাবে। আনেক ঘোরাঘুরির পর শাখা প্রবন্ধক তাদের বললেন, কিছু টাকা যদি মিউচুয়াল ফান্ডে রাখেন, তবে চেষ্টা করতে পাড়ি একটা লকার দেবার। কি আর করবেন সেই নবদম্পতি নিরপত্তার স্বার্থে রাজি হয়ে গেলেন কিছু টাকা মিউচুয়াল ফান্ডে রাখতে। লকার পেলেন সেই নবদম্পতি। বিগত কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এই চিত্রটা কিন্তু একেবারেই অচেনা নয়।

এই চারটি ক্ষেত্রে সবসময় যে গ্রাহকের লোকসান হল তা হয়ত নয়। কিন্তু সেই ব্যাঙ্ক এর স্থায়ী আমানত সংগ্রহে যে টান পড়ল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ব্যাঙ্ক গেলেই ফিক্সড ডিপোসিট বা রেকারিং ডিপোসিটের চেয়ে অন্য জায়গায় টাকা রাখার ব্যাপারে পরামর্শের ব্যাপারটা কিন্তু বেশী দিনের নয়। ৮০র দশকেও ব্যাঙ্ক এর কর্মচারীদের চাকরি করার অন্যতম শর্ত ছিল ব্যাংকের মধ্যে বসে ব্যাঙ্ক ব্যতিত কোন সংস্থার কোন স্কিমের কথা বলতেই পারবে না। ভারতীয় অর্থনীতিতে উদারনীতি প্রবেশের পর থেকে শুরু হল শেয়ার আর মিউচুয়াল ফান্ডের বাড়বাড়ন্ত। ধীরে ধীরে শুরু হল ব্যাংকের শাখার মাধ্যমে নিজের ব্যাংকের মিউচুয়াল ফাণ্ড কেনা বেচার প্রতিযোগিতা।কারন এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোও ডুকে পড়েছে মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবসায়। একটু ভালো করে ভাবলেই বুঝতে পারবেন, শেয়ার ব্যাপারটা কি।

ধরা যাক কোন বাক্তির কারখানা বা ব্যবসা করার মত বিদ্যা বুদ্ধি আছে কিন্তু তার মূলধন নেই। আগে তারা বেশীর ভাগ সময় ব্যাংকের কাছে থেকে ধার নিয়ে ব্যবসা করত ।তাতে দুপক্ষেরই কিছু লাভ ছিল। কিন্তু দেখা গেল ব্যাংকের কাছ থেকে ধার নিলে তা কোথায় খরচা করা হচ্ছে তার হিসাব দিতে হত ব্যাংককে। বাজারে শেয়ার ছেড়ে টাকা তুললে তার চিন্তা নেই। বাবসা করে শেয়ার ক্রেতাদের লাভের অংশ দিলেই হল। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এই শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড বিক্রির দায়িত্ব নেবার পর থেকে মিউচুয়াল ফান্ড বিক্রি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকল। আর কমতে থাকল ব্যাঙ্ক এর ডিপসিট বা মুলধন সংগ্রহ। এর পেছনে একটা অন্য কারনও ছিল তা হচ্ছে ব্যাংকে আসা কোন গ্রাহকের ফিক্সড ডিপোসিট করলে সেটা হত একজন কর্মচারীর রুটিন কাজ। কিন্তু ব্যাংকে আশা গ্রাহকের মিউচুয়াল ফান্ড বা ইনস্যুরেন্স করলে সেই ব্যাঙ্ক কর্মচারী নানা ভাবে 'পুরস্কৃত' হত। কোন গ্রাহককে মিউচুয়াল ফাণ্ড বা ইনস্যুরেন্সে টাকা রাখতে সহায়তা করলে সেই কর্মচারীর নানা রকমের উপহার ত ছিলই তার সঙ্গে ছিল এমনকি বিদেশ ভ্রমণের হাতছানিও। আর যারা ব্যাংকের উচ্চপদে পদে আসীন থাকতেন তাদের হয়তো লাভের সীমাই ছিল না।

অতএব প্রত্যেক দিন ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে চাপ আসত এই মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করার ব্যাপারটা দেখার। ফল যা হবার তাই হয়েছে। মিউচুয়াল ফান্ডের জমা বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে আর ব্যাংকের ডিপোসিট কমেছে চিন্তাজনক ভাবে। যেমন ২০১৪ সালে মিউচুয়াল ফান্ডে ছিল ১০.১১ লক্ষ কোটি টাকা,তা ২০১৪ সালে বেড়ে হল ২৫.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা আর ২০২৪ সালের ৩১শে মে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮.৯১ লক্ষ কোটি টাকা। আর অন্যদিকে ব্যাংকের ডিপোসিট বাড়ছে ২০২১ সালে যেখানে ১১.৭ শতাংশ হারে, ২০২২ সালে সেটা ৮.২ শতাংশ হারে আবার ২০২৩ সালে সেটা যখন ১৩.২ শতাংশ হারে বাড়ছে তখন ধার নেবার রেট বারছে ২০.৫ শতাংশ। অতএব ব্যাঙ্ক বাবসার অন্যতম প্রধান ব্যাপার মূলধন আর ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে সাযুজ্য রাখা, তা ঠিক থাকছে না। এই মুহূর্তে ব্যাংকের ক্রেডিট ডিপোসিট রেসিও এসে দাঁড়িয়েছে ৮০ শতাংশ এ যা কিনা ব্যাঙ্ক ব্যবসার পক্ষে একবারেই ভালো না। ব্যাপারটা আচ করতে পেরে ভারতের অন্যতম বৃহৎ ব্যাঙ্ক গত জানুয়ারি মাস থেকে মিউচুয়াল ফাণ্ড করলে আর কর্মচারিদের তেমন উৎসাহ দেবার ব্যাপারটা বন্ধ রেখেছে। এমনকি লোকচক্ষুর অন্তরালে কর্মচারীদের উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেছে ব্যাংকের এর ডিপোসিট বাড়াবার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত তাদের কম খরচার , সেভিংস ব্যাঙ্ক ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টও আছে। এমনকি একটি সুত্রে, বলছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শীর্ষ আধিকারিক একটি সার্কেলের মিটিং এ বলছেন শিল্পপতিদের অনুরধ করুন তাদের বাড়ীর লোকেদের ব্যাঙ্ক ডিপোজিট যেন এই ব্যাংকে রাখা হয়। ব্যাঙ্ক ব্যবসার প্রাথমিক শর্তই হল জমা আর লগ্নির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা, অন্যথায় সেই ব্যাঙ্ক মুশকিলে পরতে বাধ্য। মিউচুয়াল ফান্ডের 'মধু' বেশ কিছুদিন হল ব্যাংকের আধিকারিকদের এটা ভুলিয়ে দিয়েছিল। এখন মনে করা হচ্ছে তারা হয়ত ব্যাংকের কথা ভেবে আবার পুরনো পথে ফিরবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যেতেই পারে যে একটি নতুন প্রজন্মের প্রাইভেট ব্যাঙ্ক গত বছরের (মানে ২০২৩ সালের) সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে তাদের ক্রেডিট কার্ডের কাজ কর্মে কিছু মুশকিল দেখা দিয়েছিল। অনেকের অসুবিধা হয়েছিল এটা ঠিক কিন্তু ব্যাংকের এই কাজের পেছনে হয়ত মুলধন আর ঋণের মধ্যে সাযুজ্য রাখার একটা প্রচেষ্টা ছিল, একথা কি বলা যেতে পারে না? ব্যাংকের বাবসা চিরকালই খুব প্রতিযোগিতামুলক। আর প্রতিযোগিতায় টিকতে গেলে গ্রাহকের ব্যাংকের প্রতি বিশ্বাস একটা অন্যতম বড় জিনিস। এবার বোধহয় সব ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মচারীরা আরও বেশী করে বুঝবে গ্রাহকের ইচ্ছার প্রতি অনেক বেশী নজর দেওয়া দরকার। এই বিষয়ে তারা হয়ত বিশেষ গুরুত্ব দেবে যে, ব্যাংকের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের লাভের কথা ভেবে গ্রাহকের উপর কিছু চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়ত ঠিক হবে না। আর গ্রাহকের বিশ্বাস বাড়লে যে ব্যাংকের মূলধন নানা ডিপোসিটের মাধ্যমে যে বাড়বে তা তো আশা করা যেতেই পারে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন আমার বাংলা কলকাতা, ২১ জুন ২০২৪ ৫

স্কুলে অনুপস্থিতিতেও বেতন নেওয়ার অভিযোগে শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

তৃণমূলের মদতে ক্ষোভ, দাবি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডিএ আন্দোলনের ভাস্করবাবুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আন্দোলনে রয়েছেন কিন্তু নিয়মিত স্কুলে আসেন না। পড়াশোনা লাটে উঠছে এই অভিযোগ তুলে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার সকালে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের প্রতাপপুর পঞ্চায়েতের ধবনি গ্রাম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান আবিভাবকদের একাংশ। তৃণমূলের মদতে এই বিক্ষোভ পালটা অভিযোগ ভাস্করবাবুর।

দুর্গাপুর ফরিদপুরের ধবনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করছেন। যিনি রাজ্যের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম মুখ। বৃহস্পতিবার ভাস্কর ঘোষ স্কুলেই ছিলেন। তখনই দুর্গাপুর ফরিদপুরের ধবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাস্কর ঘোষের স্কুলেই আচমকা 'ক্লাস না করে বেতন তোলা মানছি না, মানব না' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে হাজির হন কয়েকশো অভিভাবক। তাঁরা জোর করে বিদ্যালয়ের ভেতর ঢুকতে চাইলে বাধা দেন স্কুলের অন্য শিক্ষিকারা। ফলে তাঁদের সঙ্গে অভিভাবকদের বচসা বাধে। স্কুলের দুই শিক্ষিকার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে যান অভিভাবকরা। কিন্তু ভাস্কর ঘোষ স্কুলের ভেতরেই ছিলেন। শুরু হয় ব্যাপক উত্তেজনা। দু'ঘণ্টা ধরে আন্দোলন চলার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর ফরিদপুর থানার পুলিশ।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষিকা ও ভাস্কর ঘোষ নামে একজন শিক্ষক রয়েছেন। ভাস্করবাবু সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ সংগঠনের নেত । তিনি বেশ কিছু দিন ধরে ডিএ আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁকে কলকাতায় মিটিং মিছিলে দেখা যায়। টিভিতে দেখা যায়। কিন্তু স্কুলে ওই শিক্ষককে দেখা যায় না। তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে একজনের অনুপস্থিতির কারণে স্কুলে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শিকেই উঠেছে। বিদ্যালয়ে না এসেও ওই শিক্ষক নিয়মিত বেতন তুলছেন বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই ভাস্করবাবুর দাবি, 'তৃণমূল নেতাদের প্ররোচনায় বহিরাগতদের দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছে। আমি যখনই মিটিং, মিছিলে গিয়েছি নিয়ম মেনেই ছুটি নিয়েই গিয়েছি। আমার এতদিনের কর্মজীবনের জমানো ছুটির ১৫৬ দিন অতিবাহিত করেছি। আমার নামে শাসকদলের লোকেরা অন্যায় ভাবে অভিযোগ তুলছেন যাতে করে আমাদের আন্দোলনকে দমানো যায়।' তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যদি কোনও নিয়ম বাহির্ভূত কাজের অভিযোগ থাকে, তা হলে আদালতের কাছে যেতে পারেন।'

ভাস্করবাবু বলেন, '১৬ মে পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের সিডিপিও দপ্তরের ডেপুটেশন কর্মসূচির দিন অন্যদের সাথে আমাকে মারধর করা হয়েছে। পরে আমার বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যা মামলা করা হয়। আদালত থেকে আমি বেল পাই। যেহেতু আমি ডিএ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাই তৃণমূল নেতারা ভয় পেয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।' যদিও ভাস্করবাবুর পক্ষে স্কুলের শিক্ষিকার দাবি, তাঁদের শিক্ষক ভাস্করবাবু কোনও দিন স্কুলে না এসে হাজিরা করেননি। তিনি স্কুলে না আসতে পারলে ছুটি নিতেন। স্কুলে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে প্রয়োজনে সেটা চেক করতে পারেন অভিভাবকরা। তা হলেই বোঝা যাবে ভাস্করবাবু স্কুলে না এসে হাজিরার খাতায় সই করেছেন কিনা।

বিপদের আশঙ্কায় হাই ভোল্টেজের কানেকশন বাধা

ব্যবসায়ীর কারখানায় বিদ্যুৎ পরিষেবার সমাধান প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: অবশেষে দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর পানাগড় বাজারের এক ব্যবসায়ীর কারখানায় বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার সমাধান করল কাঁকসা ব্লক প্রশাসন। গত কয়েক মাস ধরে পানাগড় বাজারের এনএসবি রোডে এক ব্যবসায়ীর কারখানায় হাই ভোল্টেজের বিদ্যুতের কানেকশন দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হলে বাধা দেয় এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ তোলেন বাড়ির কাছ দিয়ে হাই ভোল্টেজের বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া হলে যে কোনও সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে। এরপর ওই ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসী উভয়পক্ষ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়।

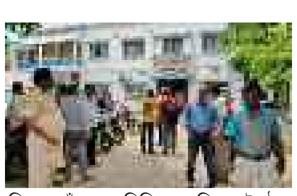

বৃহস্পতিবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকাবাসী এবং ওই ব্যবসায়ীকে নিয়ে কাঁকসার বিডিও অফিসে বৈঠক করেন বিডিও ও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। দীর্ঘক্ষণ বৈঠকের পর অবশেষে স্থির হয় আন্ডারগ্রাউন্ড করে কেবল তার দিয়েই ওই ব্যবসায়ীর কারখানায় বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে যাওয়া হবে। রতন আগরওয়াল নামের ওই ব্যবসায়ীর দাবি, তিনি গত কয়েক মাস আগে বিদ্যুৎ দপ্তরে হাই ভোল্টেজের বিদ্যুৎ কানেকশন নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদন অনুযায়ী বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এলাকা পরিদর্শন করে সমস্ত নিয়ম মেনে বিদ্যুৎ কানেকশন নিয়ে আসার প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। কিন্তু গোটা বিষয় এলাকাবাসী জানার পরেই তাঁরা বিরোধিতা শুরু করেছিলেন।

তাঁর অভিযোগ, বর্তমানে তিনি ব্যবসা আরও বাড়ানোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। সমস্ত নিয়ম মেনে তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ কানেকশন নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এলাকাবাসী বাধা দেওয়ার ফলে তিনি বাধ্য হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। অন্যদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা কোনও ভাবেই তাঁরা মানতে চাইছেন না। এই বিষয়ে পাড়ার সকলকে নিয়ে তাঁরা একজোট হয়ে আলোচনায় বসবেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই এলাকায় যে কারখানাটি রয়েছে তা থেকে শব্দ দূষণের ফলে এলাকায় বসবাস করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কারখানা চললে তবেই কারখানা চলতে দেওয়া হবে।

সকালের পরিবর্তে নরমাল সময়ে শুরু হচ্ছে প্রাথমিকের পঠনপাঠন

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: সকালের পরিবর্তে ফের আগের সময়েই প্রাথমিক স্কুল। জেলায় তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার ফলে সকালের পরিবর্তে পুনরায় আগের সময়ে প্রাথমিক স্কুল শুরু করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে। ইতিমধ্যে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে এই নির্দেশিকা সমস্ত অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের পাঠানো হয়েছে। সেই নির্দেশিকায় শুক্রবার থেকে সকালের পরিবর্তে পুনরায় আগের সময়ে ক্লাস করানোর কথা বলা রয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবার ফলে পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্লাস নেওয়ার সময় বদলের পরামর্শ দিয়েছিল বিকাশ ভবন। এই মর্মে ডিরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশনের তরফে একটি বিশেষ 'অ্যাডভাইসরি' প্রকাশিত হয়েছিল। সেইমতো জেলা প্রাথমিক শিক্ষার সংসদের চেয়ারম্যানের দপ্তরের তরফে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গত ১২ জুন এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সেইমতো ১৪ জুন থেকে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে

সকালে পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল। পড়ুয়াদের গরমের হাত থেকে রেহাই দিতে স্কুলের সময় এগিয়ে আনা হয়েছিল। তবে কয়েক দিনের বৃষ্টিতে আবহাওয়া পরিবর্তন হওয়ায় পুনরায় দুপুরে স্কুল চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে তরফে।

অন্যদিকে, মাঝিয়ান আঞ্চলিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্রের মিটিওরলজিক্যাল অবজার্ভার সুমন সূত্রধর জানান, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আগামী ২৩ জুন পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে জেলাজুড়ে গত কয়েক দিন ধরে হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। ফলে দিন কয়েক আগের ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হওয়া তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নিম্নমুখী হচ্ছে। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা বলেন, 'বৃষ্টি হওয়ার ফলে আবহাওয়ার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। যার ফলে পুনরায় আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলির জন্য 'ডে শিফটে' পঠনপাঠন শুরু করবার নির্দেশিকা জারি করেছি।'

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র বলেন, 'শিক্ষা দপ্তর থেকে আমাদের কাছে তীব্র গরমের কারণে সকালে বিদ্যালয় শুরু করবার বিষয়ে নির্দেশিকা এসেছিল। সেইমতো আমরা দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। এখন আবহাওয়া ভালো হয়ে যাবার ফলে পুনরায় নরমাল সময়ে বিদ্যালয় শুরু করার বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।'

ছাদের চাঙর ভাঙায় আতঙ্কে শ্রেণিকক্ষে ছাতা মাথায় ক্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিপদজনক স্কুলঘরের ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ছে তাই স্কুলের পড়ুয়ারা ছাতা মাথায় দিয়ে ক্লাস করছে বলে দাবি। অবস্থা স্কুলঘরের অবস্থা খুবই বিপদজনক বলেও দাবি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের দুলদুলি পুকুরিয়া আদিবাসী প্রাইমারি স্কুলের ঘটনা।

জানা গিয়েছে, বেশ কয়েকদিন ধরেই স্কুলের ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ছে। বৃহস্পতিবারও যখন স্কুল চলছিল, তখন চাঙর ভেঙে পড়ে। অল্পের জন্য রক্ষা পায় ছাত্রছাত্রীরা। ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৮ জন, ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুল করছে ছাত্রছাত্রীরা, যাতে কিছুটা হলেও রক্ষা হয়। অভিভাবকদের দাবি, যতদিন স্কুল সারাই না হবে, ততদিন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের আর পাঠাবেন না। স্কুলের এই অবস্থার কথা স্বীকার করে নিলেন প্রধান শিক্ষক রুদ্রপ্রসাদ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।'

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

ব্লু লাইনে ২৪.০৬.২০২৪ তারিখ (সোমবার) থেকে পরীক্ষামূলক রাত্রিকালীন পরিষেবার সময় পরিবর্তন

- সোমবার থেকে শুক্রবার রাত ১০.৪০ মিনিটে পরিষেবা কবি সুভাষ ও দমদম থেকে ছাড়বে।
- ২৪.০৬.২০২৪ তারিখ থেকে রাত ১১ টার পরিষেবা থাকবে না।
- কোনো টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে না।
- যাত্রীরা এএসসিআরএম মেশিন থেকে ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে টোকেন ক্রয় করতে পারবেন।
- স্মার্ট কার্ডধারী যাত্রীরাও এই ট্রেনে যাত্রা করতে পারবেন।
- যাত্রাপথে সব স্টেশনে ট্রেন থামবে।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ্ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(২০১৯ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর পার্সোনাল গ্যারেন্টার টু কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১০২ অধীনে)
সুমিত আগরওয়াল-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	দেনাদার/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	সুমিত আগরওয়াল
২.	দেনাদারের ঠিকানা	ফ্ল্যাট নং ৯, ডব্লিউসি মণিকরণ, ৩বি, রামমোহন মল্লিক গার্ডেন লেন, (বেলেঘাটা), পিন - ৭০০০১০
৩.	এনসিএলটি অর্ডারের বিস্তারিত	C.P (IB) No.228/KB/2022 তারিখ : ১৮.০৬.২০২৪
৪.	দেনাদারের ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	অর্ডার ঘোষিত হয়েছে ১৮ জুন ২০২৪ তারিখে
৫.	ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস বন্ধের আনুমানিক তারিখ	১৫ ডিসেম্বর ২০২৪
৬.	প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নীরজ কেজরিওয়াল রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710
৭.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম VI-M ৪র্থ তল, ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ nkejriwal.ip@gmail.com
৮.	প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল :	পি-১৭৮, সিআইটি স্কিম VI-M ৪র্থ তল, ফুলবাগান, কলকাতা - ৭০০০৫৪, পশ্চিমবঙ্গ sumitagarwalirp@gmail.com
৯.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	১১ জুলাই ২০২৪
১০.	সংশ্লিষ্ট ফর্ম পাওয়া যাবে :	(ক) Web link : https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে সুমিত আগরওয়াল-এর ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস শুরুর তারিখ ১৮.০৬.২০২৪।
সুমিত আগরওয়াল-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১১.০৭.২০২৪ তারিখের মধ্যে দফা নং ৮ এ প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানায় দাখিল করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা হাতে হাতে বা ক্যুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীরজ কেজরিওয়াল
প্রস্তাব পেশাদার
তারিখ : ২১.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা
রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P00392/2017-2018/10710

KCI
কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : "কেসিআই প্লাজা" ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910
ই-মেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ধারা ১২৪(৬) এবং ১২৫ -এর সঙ্গে পঠিতব্য সংশোধিতমতো আইইপিএফ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুল, ২০১৬ এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ অনুসারে বিনিয়োগকারী ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) শেয়ার স্থানান্তর।

সদস্যদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য দাবি না-করা লভ্যাংশ এবং অনুরূপ সংখ্যক ইক্যুইটি শেয়ার যেগুলি সম্পর্কে ৩১ মার্চ, ২০১৭ সালে সমাপ্ত আর্থিক বছর থেকে টানা সাত বছর লভ্যাংশ পাওয়ার উপযুক্ততা দাবিহীন হয়ে আছে, তা ৬ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের পরে কেন্দ্রীয় সরকারের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তরণের জন্য নির্দিষ্ট হবে সংশোধিতমতো ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ -এর সঙ্গে পঠিত ২০১৩-এর কোম্পানি আইনের ১২৪ ধারার বিধানাবলি অনুসারে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নাম এবং তাদের ফোলিও নম্বর বা ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্টদের আইডি নম্বর কোম্পানির কর্পোরেট ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com -তে 'investors' সেকশনে পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কোম্পানির কাছে থাকা তাঁদের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পৃথক পৃথক চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

উল্লিখিত সদস্যরা তাদের দাবি পেশ করতে পারেন, যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত এবং তার সাথে ফর্ম আইএসআর-১ এবং ফর্ম আইএসআর-২ (সদস্যদের নাম সহ মূল বাতিল চেকের পাতা সহ), কোম্পানির কাছে তার রেজিস্টার্ড অফিস - "কেসিআই প্লাজা" ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯ -তে পাঠানোর মাধ্যমে। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে কোম্পানি কোনও বৈধ দাবি না পেলে আইনের উপরিবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে কোম্পানি ওইরূপ লভ্যাংশ ও শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তরিত করবেন। ফর্ম আইএসআর-১ এবং ফর্ম আইএসআর-২ কোম্পানির ওয়েবসাইটের পাশাপাশি আরটিএ www.cbmsl.com -তে উপলব্ধ।

দাবি না করা লভ্যাংশ এবং শেয়ার আইইপিএফ-তে স্থানান্তর করার পরে, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী আইইপিএফ-এর কাছ থেকে লভ্যাংশ এবং শেয়ার ফেরত দাবি করতে পারেন।

এই বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য বা দাবিহীন লভ্যাংশ দাবি করার জন্য, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা invstor@kanoriachem.com -তে কোম্পানি সচিবকে ইমেল পাঠাতে পারেন বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা.) লিমিটেডকে টেলিফোন নং ০৩৩-৪০১১৬৭০০/৬৭৪২ নম্বরে কল করতে পারেন বা তাদের ইমেল পাঠাতে পারেন rta@cbmsl.com -তে।

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
নেহা সরাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : ACS 27024
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০ জুন, ২০২৪

আশিস বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U51109WB1995PTC076194
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরিঙ্গি রোড,
থানা : শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা : ৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই-মেল : ashishvinimay.nbfc@gmail.com ফোন : ০৩৩-৪০৩৭৮৬০০

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ২০২৩ সালের মাস্টার ডিরেকশন - ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি- স্কেল বেসড রেগুলেশন) নির্দেশাবলি এবং আরবিআই, কলকাতার পর্যবেক্ষণ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী উল্লেখ্য পত্র তারিখ ১২ জুন, ২০২৪ অনুযায়ী বিজ্ঞাপিত হচ্ছে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন সম্পর্কে।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আশিস বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড (কোম্পানি) নথিভুক্ত অনুযায়ী এনবিএফসি-আইসিসি, সি ও আর নং বি.০৫.০৪৫২৯ এবং শেয়ারহোল্ডারগণ এবং ডিরেক্টরগণ এবং প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারীগণ এবং কোম্পানির নতুন ডিরেক্টরগণ সহ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে কোম্পানির সমুদয় মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করতে আগ্রহী :

শেয়ারহোল্ডারগণ/প্রস্তাবিত হস্তান্তরকারীগণের নাম	প্রস্তাবিত অধিগ্রহণকারীগণের নাম	প্রস্তাবিত হস্তান্তরযোগ্য শেয়ারের সংখ্যা
সুরেশ কুমার গুপ্তা	নুতেশ কুমার সিংলা	১,৮২,৫৮০
উর্মিলা গুপ্তা	নুতেশ কুমার সিংলা	১,৪৩,১০০
আশীষ গুপ্তা	নুতেশ কুমার সিংলা	৮২,৩৯৫
অভিষেক গুপ্তা	নুতেশ কুমার সিংলা	৩১,৩৫০
অভিষেক গুপ্তা	ধরম পাল সিংলা	৪৮,৮২৫
	মোট শেয়ার	৪,৮৮,২৫০

নতুন ডিরেক্টররা হলেন :

ক্রম নং	প্রস্তাবিত নতুন ডিরেক্টরগণ	ডিন
১.	শ্রী নুতেশ কুমার সিংলা	০০১৪৫২৬৮
২.	শ্রী নিশিত খাণ্ডেলওয়াল	০৩০৩৩৮৯০
৩.	শ্রী অনিল কুমার টিব্রেওয়াল	১০১৯৮০১৬
৪.	শ্রী নিশান্ত তুলসিয়ান	০৯৪৭১৬৮১
৫.	শ্রী অমিত গয়াল	০০৪৭৪০২৩

বিদায়ী পরিচালকরা হলেন :

ক্রম নং	বিদায়ী ডিরেক্টরগণ	ডিন
১.	শ্রী অভিষেক গুপ্তা	০৬৪৩১৭৯৫
২.	শ্রী সুরেশ কুমার গুপ্তা	০০৩৩৯০৬৬

কোম্পানি ইতিমধ্যেই আরবিআই এর উল্লেখ্য অনুমোদন পত্র তারিখ ১২ জুন ২০২৪ নং KOL.DOS.RSG.No./S1448/ 08.02.400/2024-2025 প্রাপ্ত হয়েছে। সুতরাং কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা ফলত সম্পাদিত হয়েছে।
যেকোনও বিশ্লেষণ/ আপত্তি থাকলে ডিপার্টমেন্ট অব নন ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ৬ষ্ঠ তল, ১৫, এন এস রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ এর নিকট এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ পাঠাতে পারেন। কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে একটি কপি শ্রী অভিষেক গুপ্তা, কোম্পানি ডিরেক্টর বা ইমেল : **ashishvinimay.nbfc@gmail.com** পাঠাতে পারেন।

আশিস বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
ডিরেক্টর
তারিখ : ২০.০৬.২০২৪
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি,
জওহর লাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/40/2022
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রীমতি শ্বেতা সুকুল
প্রতি
(সিডি ১) শ্রীমতি শ্বেতা সুকুল
স্বামী শ্রী অরিঋত সুকুল, ব্লক নং সিএফ -৭, বিধাননগর, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪। আরও ঠিকানা : প্রযত্নে : এজিএম. সেল এনভাইরনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন সেল হাউস, ৪র্থতল, ৫০, জওহরলাল নেহরু রোড,কলকাতা : ৭০০০৭১
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/417/2016** অনুযায়ী পরিমাণ **৪৯২০৫২৭.৬৭ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ কুড়ি হাজার পাঁচশ সাতাশ টাকা এবং সাতষট্টি পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১০.৪০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০৮.০৪.২০১৬ থেকে সমুদয় শুল্ক **৫২০০০ (বাহান্ন হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **৩০.০৭.২০২৪** তারিখে সকাল ১১.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২১.০৫.২০২৪**

স্বা/-
(প্রদীপ কুমার মন্ডল)
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-৩

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩, ই-মেল Z715@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৪.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির বিস্তারিত সম্পত্তির অবস্থান	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া তথ্যাদি	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ ছ) সম্পত্তির ফটো
শ্রীমতি সোমা দে, স্বামী সুবীর দে, ২/৪, লেনিন সরণি, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর লাখোটিয়ার নিকট,জেলা: হুগলি, পব, ৭১২২০৩। **শ্রী সুবীর দে** পিতা বীরেন্দ্রনাথ দে, ২/৪, লেনিন সরণি, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, শ্রীরামপুর লাখোটিয়ার নিকট,জেলা: হুগলি, পব, ৭১২২০৩। **শাখা :** মোল্লারবার গুমোডাঙ্গা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মশাট, জেএল নং ১৬, আরএস দাগ নং ২৯২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৬৫, এলআর দাগ নং ৩৩৭০, মশাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : চণ্ডীতলা,জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জনাই উল্লেখ্য দলিল নং ৫৬১-২০১৯ সালের তারিখ ২৪.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ১১৭৩৩ থেকে ১১৭৫০, সম্পত্তি শ্রীমতি সোমা দে এর নামে। **সম্পত্তি অবস্থান :**	**১৬,০৯,৮০৫.০০ টাকা (ষোলো লাখ নয় হাজার আটশ পাঁচ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **২০.০৬.২০২৪** অনুযায়ী এবং **২১.০৬.২০২৪** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ **তথ্যাদি :**	ক) ৯,৭৬,০০০ টাকা খ) ৯৭,৬০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50473445304 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী **সম্পত্তির ফটো :**
শ্রী রঞ্জন কুমার সিং, পিতা শ্রী মোহন প্রসাদ সিং, সাপুইপাড়া (পিএন কলোনি), বালি, ঘোষপাড়া, হাওড়া, পব, ৭১২২২৭; **শ্রীমতি শিবরাত্রি দেবী সিং,** স্বামী শ্রী রঞ্জন কুমার সিং, সাপুইপাড়া (পিএন কলোনি), বালি, ঘোষপাড়া, হাওড়া, পব, ৭১২২২৭। **শাখা :** বেগমপুর।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৩ তিন তলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬৪ বর্গফুট কমবেশি আরএস দাগ নং ৭৫৬৬, এলআর দাগ নং ২৪৪৭৬ , সিএস খতিয়ান নং ৪১৭১ , খতিয়ান নং ৮৭১১,জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৩৪৮৩-২০১৯ সালের তারিখ ৩১.০৫.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ১১৬৮৮৬ থেকে ১১৬৯২২, সম্পত্তি শ্রী রঞ্জন কুমার সিং এর নামে।	**১১,৯৭,৯৮২.০০ টাকা (এগার লাখ সাতানব্বই হাজার নশো বিরাশি টাকা) ২০.০৬.২০২৪** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ এবং **২১.০৬.২০২৪** থেকে চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত **তথ্যাদি :**	ক) ১৬,১৫,০০০ টাকা খ) ১,৬১,৫০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50485721722 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী **সম্পত্তির ফটো :**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৬.২০২৪ থেকে ২৩.০৭.২০২৪ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২৪.০৭.২০২৪; সময় - সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম -
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২১.০৬.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার, জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬, ই-মেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

প্রেমিসেস আবশ্যক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর-জে. কে. নগর শাখার জন্য নতুন প্রেমিসেস আহ্বান করছে। সংশ্লিষ্ট বাজারের নিকট উপযুক্ত পার্কিং স্পেস সহ ভবনের একতলায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রেমিসেস আবশ্যক। আগ্রহী ভবন মালিক, যাদের নবনির্মিত ভবন/প্রেমিসেস রয়েছে তারা অব্যবহিতভাবে ব্যাঙ্কের নিকট হস্তান্তর করতে প্রস্তুত তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তাবের শর্তাদি এবং ভবনের পূর্ণ বিস্তারিত, লিজ দলিলের কপি, অনুমোদিত প্ল্যান, প্রস্তাবিত আর্থিক হার ইত্যাদি দাখিল করতে পারেন। ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে একটি বন্ধ খামে **রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর ঠিকানায় ১১.০৭.২০২৪ তারিখে** দাখিল করতে হবে। **রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর বা নিকটতম শাখা** থেকে ফর্ম এবং অন্যান্য শর্তাদি সম্বলিত নথি সংগ্রহ করতে পারেন। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ ব্যতীতই যেকোনও টেন্ডার বা সংশ্লিষ্ট সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখার বিস্তারিত

ক্রম নং	শাখার নাম	পিন নং	পোস্ট অফিস	জেলা	এরিয়া
১.	জে. কে. নগর	৭১৩৩৩৭	বিধানবাগ	বর্ধমান	৯০০-১৩০০ বর্গফুট

তারিখ : ২০.০৬.২০২৪
স্থান : দুর্গাপুর
রিজিওনাল হেড, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

তৃণমূলের জেলা কমিটির পর্যালোচনা সভা

মালদার ২ কেন্দ্রে হারে একে অপরের বিরুদ্ধেই দোষারোপের আঙুলের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনে মালদার দু'টি কেন্দ্রে পরাজয়ের পর এই প্রথম তৃণমূলের জেলা কমিটির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের ঘটনায় মালদার প্রতিটি ব্লক ধরে নতুন করে পর্যালোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে দলের জেলা নেতৃত্ব।

এদিনের তৃণমূলের জেলা কমিটির বৈঠকে নিজেদের দায় এড়িয়ে একে অপরের বিরুদ্ধেই দোষারোপের আঙুল তুলতে দেখা গিয়েছে বেশ কিছু নেতানেত্রীকে। প্রায় ১০০ জনের জেলা কমিটির নেতানেত্রীদের মধ্যে এদিনের বৈঠকে মাত্র ৩০ জন উপস্থিত হয়েছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বাকি নেতানেত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয় নিয়েও দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি কোনও মন্তব্য করেননি।

বিধায়ক রহিম বক্সি এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'অনেকেই তৃণমূলের দুই প্রার্থীর পরাজয়কে ঘিরে আমাকে অথবা দলের একটা বড় অংশকে দোষারোপ করছে। কোথাও কোথাও আবার ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি এই পদে সারা জীবনের জন্য আসেনি। রাজ্য নেতৃত্ব বিবেচনা করে আমাকে এই পদের দায়িত্ব দিয়েছে। আগামীতে অন্যজনও আবার এই পদের দায়িত্ব পেতে পারেন। তবে লোকসভা নির্বাচনে কোথায় কী ধরনের ত্রুটি থেকে গিয়েছে তা অবশ্যই পর্যালোচনা করা হবে।'

বিধায়ক রহিম বক্সি আরও বলেন, '২১ জুন থেকে মালদা জেলার প্রতিটি ব্লক সভাপতি সহ স্থানীয় নেতৃত্বদের নিয়ে নির্বাচনের পরাজয়ের বিষয়ে পর্যালোচনা মূলক বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৫ জুন পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন ব্লক এবং ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার শহরেও পৃথক ভাবে নির্বাচনের ফলাফল নিয়েই পর্যালোচনা করা হবে।'

বুধবার অনেক রাত পর্যন্ত মালদা টাউন হলে তৃণমূলের জেলা কমিটির নেতৃত্বদের উপস্থিতিতেই অভ্যন্তরীণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। যদিও এদিনের এই তৃণমূলের জেলা কমিটির সভায় দেখা যায়নি মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনকে। পাশাপাশি অনুপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নুর, বিধায়ক চন্দনা সরকার, নিহার ঘোষ, সমর মুখোপাধ্যায়, উত্তর মালদার প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার সহ একগুচ্ছ নেতানেত্রীরা।

এদিকে এদিনের তৃণমূলের জেলা কমিটির বৈঠকে দলের নেতা-নেত্রীরা বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যম দিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিণ মালদার তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হান এই পরাজয়ের জন্য দলের একটা অংশের বিরুদ্ধেও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এমনকি ইংরেজবাজারের এক তৃণমূল নেতা এদিনের বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দাবি করেন, পুরাতন মালদা পুরসভার যে সব ওয়ার্ডে তৃণমূল ক্ষমতায় আছে এবং যে ওয়ার্ডগুলি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত, সেখানেও জয়ী হয়েছে বিজেপি। কেন এমনটা হল অবশ্যই এটা বিশ্লেষণ করতে হবে।

নেট দুর্নীতির দাবিতে প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশনের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকায় নেট দুর্নীতির বিরুদ্ধে কলেজ ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করল বর্ধমান ছাত্র ফেডারেশন এসএফআই। বৃহস্পতিবার ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বর্ধমান শহরের গুডশেড রোড থেকে মিছিল করে কার্জন গেটে পৌঁছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা।

সম্প্রতি ইউজিসি-নেট পরীক্ষা বাতিল করে দেয় ২০২৪ সালের জুন সেশনের। আর বুধবার রাতে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) তরফে জানানো হল যে, পরীক্ষা পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার পরীক্ষা হয়েছে। আর বুধবার ২০২৪ সালের জুন সেশনের ইউজিসি-নেট বাতিল করে দেয় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। বুধবার রাতের দিকে এনটিএ-র তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, তাতে ইউজিসি-নেটের আয়োজক সংস্থা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে পরীক্ষায় জালিয়াতি হয়েছে। সরাসরি 'জালিয়াতি' শব্দটি ব্যবহার করা না হলেও এনটিএর তরফে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ভাবে ইঙ্গিত মিলেছে যে ইউজিসি-নেট পরীক্ষায় স্বচ্ছতার সঙ্গে আপস করা হয়েছে। সেজন্যই পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে পুরো ঘটনার তদন্ত করে দেখবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)। তবে কবে ফের নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা আপাতত জানানো হয়নি।

এসএফআইয়ের জেলা সম্পাদক অনির্বাণ রায়চৌধুরী জানান, এই আন্দোলন চলবে এছাড়া দিদি ও মোদি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, তাতে আগামীতে ছাত্রছাত্রীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলন শুরু করবে।

ইন্টারন্যাশানাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ অয়নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইন্টারন্যাশানাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম-২০২৪ এ অংশগ্রহণের সুযোগ পেল বাঁকুড়ার ছাতনার কমলপুর গ্রামের অয়ন দেঘরিয়া। আগামী ১১ থেকে ১৫ নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা ইউনিভার্সিটির ইউনাইটেড স্পেস রকেট সেন্টারে এই বিশেষ কর্মশালায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে এমডিভি ডিএভি স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র অয়নের।

অয়নের পরিবার সূত্রে খবর, ছোট থেকে সে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে বিশেষ ভাবে আগ্রহী। এর আগে একাধিক প্রকল্প তৈরি করেছে সে। এবার হাতের কাছে স্বপ্নপূরণের সুযোগ। জানা গিয়েছে, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে প্রতিযোগীরা আলবামা ইউনিভার্সিটির ইউনাইটেড স্পেস রকেট সেন্টারে ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন, তার মধ্যে রয়েছে ভারতের অয়নও। ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নির্বাচিত প্রজেক্ট পাড়ি দেবে ইন্টারন্যাশানাল স্পেস স্টেশনে।

কিন্তু এতসবের পরেও চিন্তার শেষ নেই কমলপুরের দেঘরিয়া পরিবারে। ওই কর্মসূচিতে অংশ নিতে পাড়ি দিতে হবে আমেরিকা। হাতে আর মাত্র ক'টা মাস। অয়নের বাবা একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। যাতায়াত সহ আনুসঙ্গিক খরচ তাঁর পক্ষে জোটানো অসম্ভব। এই অবস্থায় কেউ বা কারা আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে পাশে দাঁড়ালে অয়নের স্বপ্নপূরণ সম্ভব হয় বলেই তাঁরা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী চাওয়ায় সুন্দরবনে ভাসমান জেটিঘাট তৈরি, জানান পরিবহণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন জলপথ পরিবহণের মাধ্যমে সুন্দরবন এলাকার দ্বীপগুলির সংযুক্তিকরণ। তাঁর সেই চাওয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে ভাসমান জেটিঘাট। বামনপুকুর এলাকায় নির্মীয়মাণ সেই ভাসমান জেটিঘাট বৃহস্পতিবার পরিদর্শনে এসে রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এমনই মন্তব্য করেন।

বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ ব্লকের অন্তর্গত বামনপুকুর এলাকায় পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি করা হচ্ছে ভাসমান জেটিঘাট। আনুমানিক প্রায় ছ' কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই ভাসমান জেটিঘাট। সেই জেটিঘাট তৈরির কাজ সঠিক ভাবে চলছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে এই ঘাটে আসেন রাজ্যে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি জানান, এইসব জেটিঘাটগুলি আধুনিক নতুন রূপে তৈরি করা হচ্ছে, যাতে করে সুন্দরবনের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ আরও দ্রুত করা যায়। এরকম একাধিক রৌর সার্ভিস চালু করা হচ্ছে, যাতে করে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপগুলির সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়। মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হয়। পাশাপাশি সেখানে বসবাসকারী মানুষের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শুরু করে বড় মাঝারি যানবাহন পারাপার করতে পারে তারই জন্য এই পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরবনকে আলাদা ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

বাজাজ অটো বাজারে আনল নতুন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ইলেকট্রিক থ্রি হুইলার প্যাসেঞ্জার ও গুডস ক্যারিয়ার। বৃহস্পতিবার সিউড়ি ব্যানার্জি বাজাজে সেই সমস্ত নতুন মডেলের গাড়িগুলোর আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রেতাদের সামনে আনলেন সিউড়ি ব্যানার্জি বাজাজের কর্ণধার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বাজাজ অটো লিমিটেডের ইন্ট্রাসিটি বিজনেস ম্যানেজার মোঃ সাকিব রেজা এবং রাজীব মুদী।

ড্যামের কাজ করার সময় ধসে চাপায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: স্থানীয় জোড়ে চেক ড্যাম তৈরির সময় মাটির ধস ছেড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ধস চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু'জন শ্রমিক। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মহিলা শ্রমিকের নাম নিয়তি মান্ডি। মৃত ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকায় স্থানীয় একটি জোড়ের (ছোট নদী) ওপর চেক ড্যাম তৈরির উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। এক ঠিকাদার কাজের বরাত পান। নদী সংলগ্ন পাড়ের মাটি কেটে চেক ড্যাম তৈরির কাজ শুরু করে বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থা। এদিন সকালে স্থানীয় শ্রমিকরা যখন মাটি কাটছিলেন সেই সময় আচমকাই পাড়ের মাটি ধসে পড়ে শ্রমিকদের ওপর। মাটিতে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিয়তি মান্ডির। মৃত শ্রমিকের বাড়ি স্থানীয় যাদুরবনকাটা গ্রামে।

ঘটনায় গুরুতর আহত হন স্থানীয় কবিতা মুর্মু ও দীপালি সোরেন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ধসের মাটি সরিয়ে আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে প্রথমে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে ওই দুই আহতকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে মৃতদেহটি ঘটনাস্থলে আটকে রেখে বিক্ষোভে সামিল হন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলার পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। পরে খাতড়া থানার পুলিশ ধসের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

ডাকবিমার ১০ লক্ষ টাকা পেলেন মৃতের আত্মীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ভারতীয় ডাক বিভাগের ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংকের অধীনে বিমা সুরক্ষায় ১০ লক্ষ টাকা পেলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের এক অধিবাসী। বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরে ডাক বিভাগের মুখ্য কার্যালয়ে এই অর্থ ব্যাংকের আধিকারিকরা বিমাকৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে জেলার ডেবরা এলাকার অধিবাসী সুপ্রিয়া সাউ বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। তিনি ভারত সরকারের স্বল্প মূল্যের বিমার অধীনে সুরক্ষিত ছিলেন। দুর্ঘটনাজনিত কারণে তাঁর মৃত্যুর পর বিমাকৃত অর্থ মৃতের উত্তরাধিকারকারী হিসেবে তাঁর ভাই সুরজিৎ সাউয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

দাবদাহ কাটতেই মনোরম দৃশ্য শ্যামপুরে

মনোজ চক্রবর্তী

শ্যামপুর: মেঘলা আকাশ পেয়েই খিল খিলিয়ে অভয় পুকুরে ভেসে উঠলো লক্ষাধিক টাকার মাছ। আর সেই দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন শ্যামপুর এক ব্লকে আসা লোকজন। যোগ্য সঙ্গত দিলেন এই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্নার সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

বলাই বাহুল্য, শুক্রবার তীব্র দাবদাহের অবসান ঘটেছে। দুপুর থেকেই হাওড়ার বেশ কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে এবং মেঘলা আকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে প্রাণিকুল। শুক্রবার বিকেলে শ্যামপুর দুই ব্লকে দেখা গেল অদ্ভুত এক দৃশ্য। জিওল মাছগুলি অর্থাৎ কই, শিঙি, মাগুর ইত্যাদি

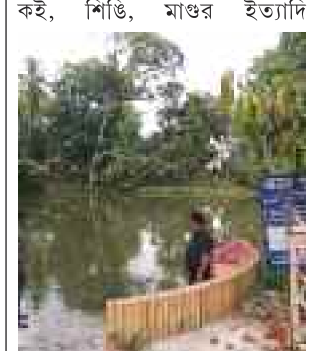

রীতিমতো খেলে বেড়াচ্ছে শ্যামপুর ব্লকের ভিতরে সরকারি উদ্যোগে তৈরি হওয়া অভয় পুকুরে।

জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে এই পুকুরটিকে অভয় পুকুরে পরিণত করা হয়। বেশ কয়েকদিন আগে পুকুরে ৭০০ পিস কই, হাজার পিস শিঙ্গি, ফলুই ইত্যাদি মাছ ছাড়া হয় বলে জানিয়েছেন দপ্তরের কর্মীরা। শুক্রবার মাছগুলি রীতিমতো হুল্লোড় করে বেড়াল অভয় পুকুরে। যা দেখে শারীরিক স্বস্তির পাশাপাশি মানসিক শান্তি পেল ব্লক চত্বরে আসা শতাধিক লোকজন। প্রকৃতি থেকে ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে এই মাছগুলি। মাছগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য বায়ো-ডাইভারসিটি পুকুর হিসেবে অভয়পুকুর গড়ে তোলা হয় শ্যামপুর এক ব্লকে। যা রীতিমতো সাকসেসফুল বলে দাবি করলেন বিডিও তন্ময় কার্যি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃন্ময় মান্নার। মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদ দপ্তরের এহেন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত এলাকার সকলেই।

মায়ের মৃতদেহের সামনে মেয়ের বিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: মায়ের ইচ্ছাপূরণ করতে ও মায়ের আত্মার শান্তি কামনায় মায়ের মৃতদেহের সামনেই শ্মশানে বিয়ে হল মেয়ের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের গুসকরার বিবেকানন্দ পল্লির। মায়ের মৃতদেহের সামনেই শ্মশানে তাঁর মেয়ের বিয়ের সাক্ষী থাকল গ্রামের মানুষ।

জানা গিয়েছে, গুসকরায় বসবাস করেন এক দম্পতি। তাঁদের একমাত্র মেয়ের বিয়ে সহ নানান চিন্তায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন মা। অবসাদ থেকেই অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন মা। বুধবার রাতে শ্মশানে দাঁড়িয়েই মায়ের শেষ ইচ্ছাপূরণ করেন মেয়ে। তাই শ্মশানে মায়ের মৃতদেহের সামনে বিয়ে সারেন তিনি। বুধবার বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন মা। রাতে বাড়ি ফিরে স্বামী দেখেন স্ত্রী-র ঝুলন্ত দেহ। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। এরপর দেহ শ্মশানে শেষকৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানেই মায়ের মৃতদেহের সামনে বিয়ে করেন মেয়ে। সূত্রের খবর, মায়ের ইচ্ছে ছিল একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেখার। তাই মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছেপূরণ করতেই শ্মশানেই বিয়ে করেন মেয়ে। মেয়ে জানান, বেশ কয়েকদিন ধরেই মা মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর বিয়ে নিয়েও খুব চিন্তা করতেন। তাই মায়ের শেষকৃত্যের আগে বিয়ে করেছেন তিনি।

খাল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ শিশুর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভদ্রেশ্বর: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিখোঁজ শিশুর দেহ উদ্ধার হল খাল থেকে। জানা গিয়েছে, ভদ্রেশ্বর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাহেববাগান এলাকায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে এক শিশু নিখোঁজ ছিল। শিশুর নাম আরাধ্যা রাম। বয়স এক বছর নয় মাস। বিকালে বাড়ির কাছে খেলা করছিল শিশুটি। সন্ধ্যার পর থেকে আর তার খোঁজ মিলছিল না। ভদ্রেশ্বর থানায় অভিযোগ জানানো হয়। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়। বাড়ির কাছে খাল রয়েছে, সেই খালে তল্লাশির পাশাপাশি ঝোপঝাড়-জঙ্গলেও তল্লাশি চলে। পাতকুয়োর জল সেচ করেও দেখা হয়। ড্রোন ক্যামেরার দিয়ে চলে তল্লাশি। তবুও কোনও খোঁজ মিলছিল না শিশুটির। সামাজিক মাধ্যমে তার ছবি দিয়ে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। তাতে বলা হয়, 'শিশুটি চুরি গিয়েছে' বলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিশুটিকে খুঁড়িগাছি খালে ভাসতে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। যেখানে বুধবার পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল সেখান থেকে কিছুটা দূরে। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির বাইরে খেলছিল শিশুটি। পাশেই খাল। খালের ধারের রাস্তা দিয়ে পাশের বাড়িতে যেত শিশুটি। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, শিশুটি কোনও ভাবে খালে পড়ে গিয়েছে। তাতেই দুর্ঘটনা।

দুর্ঘটনায় মৃত বাইক আরোহী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির অন্তর্গত পশ্চিমবাংলা ও ঝাড়খণ্ড সীমান্ত ডুবুর্ডি চেকপোস্ট সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা। ঘটনায় মৃত এক আহত একজন। মৃত যুবকের নাম বিকি কুমার আহত যুবকের নাম রোহিত হাঁড়ি। কুলটি থানার নিয়ামতপুর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি গ্যাস ট্যাংকার ও একটি মোটর বাইক ধানবাদগামী রাস্তায় যাচ্ছিল ডুবুর্ডি চেকপোস্ট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। ভারসাম্য হারিয়ে গ্যাস ট্যাঙ্কারে গাড়ির চাকার নীচে চলে আসে মোটর বাইকটি। গ্যাসট্যাংকারটি ওভারটেক করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে আহত মোটর বাইকে থাকা দু'জনকে চিকিৎসার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে বাইক চালককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

সমাজবন্ধু হিসাবে স্কুলে পড়ালেন পুলিশ আধিকারিকরা

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও আরামবাগ থানার আইসিকে নতুন ভূমিকায় দেখা গেল। সমাজবন্ধু হিসাবে তারা ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেন আরামবাগ হাইস্কুলে। আর পুলিশকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি ছাত্রছাত্রীরা। বৃহস্পতিবার ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৯টা বাজতেই ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল স্কুলে। নতুন শিক্ষক হিসাবে আরামবাগের এসডিপিও সুভাত চক্রবর্তী ও আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং ক্লাসে ঢুকলেন। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করালেন আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায়। শুরু হল পঠনপাঠন। ভয় কাটিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সাবলীল ভাবে পুলিশ স্যারের সঙ্গে পঠনপাঠন করল। চক ও ডাস্টার হাতে কালো ব্ল্যাক বোর্ডে পদার্থ বিদ্যার মেটাল ও নন মেটাল নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন আরামবাগের এসডিপিও। তারপর শিক্ষার্থীদের তাদের খাতায় নোট করার জন্য বলেন এবং সমাধানের পুরো প্রক্রিয়া তিনি নিজেই খণ্ডখণ্ড করে বুঝিয়ে দেন। অপরদিকে আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং ভূগোল পড়ান ছাত্রদের। নিরক্ষরেখা থেকে শুরু করে অক্ষরেখা পৃথিবীর আয়তন পরিধি ও বিভিন্ন

বিষয় নিয়ে ছাত্রদের বোঝান। এই দুই পুলিশ কর্তা ছাড়াও স্কুলে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহিলা থানার আইসি বনানী রায়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনে আদর্শ ছাত্রছাত্রী হওয়ার পরামর্শ দেন। পড়াশোনায় উৎসাহিত করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পুলিশের তরফ থেকে চকলেট দেওয়া হয়। এই বিষয়ে ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রী শেখ আলভিন ও মুসকানরা বলেন, 'পুলিশকে শিক্ষকের ভূমিকায় পেয়ে খুবই ভালো লেগেছে। সুন্দর ভাবে পদার্থ বিদ্যা থেকে ইংরাজি এবং ভূগোলের কিছু বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ক্লাস করতে ভালই লাগল।'

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র রায় বলেন, 'আমাদের আরামবাগ এসডিপিও জানিয়েছিলেন ক্লাস নেওয়ার জন্য। যেহেতু আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো সেহেতু তিনি তাদের ক্লাস নেবেন বলেছিলেন। ভোট শেষ হতেই আমরা যোগাযোগ করেছিলাম এসডিপিও স্যারের সঙ্গে। উনি ফিজিক্স ও ইংরাজি ক্লাস নিলেন। আমরা সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ পরিচালন কমিটি খুবই খুশি। একজন পুলিশ আধিকারিক হয়েও আমাদের স্নেহের ছেলেমেয়েদের জন্য এত ভেবেছেন, এটা খুবই গর্বের বিষয়।'

অপরদিকে আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা তো ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। এদের কাছে আসতে পারা মানে বিশাল ব্যাপার। আমি নিজেকে ওদের মধ্যে দেখছিলাম। আমার এমনতেই পড়াতে ভালো লাগে। কঠিন কঠিন জিনিসগুলো যদি ছাত্রদের কাছে সহজ ভাবে বোঝানো যায় তা হলে এদের মেধার বিকাশ ঘটবে। সমাজবন্ধু হিসাবে প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি ওদের পড়াতে খুবই ভালো লাগল।' পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা কী পড়ছে কতটা পড়ছে এটুকু দেখা দরকার অভিভাবকদের। আর ওরা যেন খেলাধুলোর সুযোগ পায়, সেই বিষয়টাও দেখতে হবে।' সবমিলিয়ে পুলিশ কর্মকর্তারা সবসময় ব্যস্ত থাকেন, তারমধ্যেও তারা এইভাবে সময় দিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উদ্বুদ্ধ করছেন। নিঃসন্দেহে বড় মনের মানুষ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উপলব্ধি করার এটি একটি অনন্য উদাহরণ বলা যেতে পারে।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত তেজস্বীর সহকারী

দাবি বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রীর

পাটনা, ২০ জুন: ডাক্তারির সর্বভারতীয় প্রবেশিকা নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) প্রধান তেজস্বী যাদবের সহকারী। বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয়কুমার সিন্‌হা। ২০২৪ সালে নিট নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিজয়ের দাবি, দুর্নীতিতে ধৃত ছাত্রের জন্য সরকারি বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তেজস্বীর সহকারী। যদিও সেই বাংলোর অস্তিত্ব নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এনএইচএআই জানিয়েছে, পাটনায় তাদের কোনও বাংলোই নেই।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিজয় জানিয়েছেন, লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজস্বীর সহযোগী প্রীতম কুমার বিহার সড়ক নির্মাণ বিভাগ (আরসিডি)-এর এক কর্মীকে ফোন করেন। তাঁকে ফোন করে সিকন্দরপ্রসাদ যাদবেন্দুর জন্য একটি ঘর বুক করতে বলেন। সিকন্দর পেশায় এক জন ইঞ্জিনিয়ার। এই সিকন্দর অতীতে দাবি করেছিলেন, নিট দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছেন এক জন মন্ত্রী।

সিকন্দর জানিয়েছেন, নিজের এক ভাইপোর জন্য পাটনার সরকারি বাংলোয় ঘর বুক করেছিলেন। সেই ভাইপোর নাম অনুরাগ যাদব। তিনি ছিলেন নিট পরীক্ষার্থী। অনুরাগ, তাঁর মা এবং কয়েক জন ছিলেন বাংলোয়। নিট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে এই অনুরাগ এখন জেলে।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় জানিয়েছেন, এই অভিযুক্ত অনুরাগের জন্যই পাটনার সরকারি বাংলোয় ঘর বুক করিয়েছিলেন তেজস্বীর সহযোগী। এই ঘটনায় একটি বিভাগীয় তদন্ত করিয়েছেন তিনি। তাতে দেখা গিয়েছে, তেজস্বীর সহযোগী প্রীতম আরসিডির এক কর্মী প্রদীপকে ফোন করেছিলেন। ফোন করে পাটনার এনএইচএআই (জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ)-এর বাংলোয় ঘর বুক করিয়েছিলেন ১ মে। তার চার দিন পর দেশে নিট পরীক্ষা নেওয়া হয়। বিজয়ের দাবি, প্রদীপকে যে প্রীতম ফোন করেছিলেন, তার কল ডিটেল রয়েছে। তিনি আরও দাবি করে বলেছেন, 'এই ঘটনায় উচ্চস্তরের তদন্ত চাই। ওরা এখন ক্ষমতায় নেই। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা করছে।' এই ঘর বুক করার ঘটনায় প্রদীপ-সহ বিহারের সড়ক নির্মাণ বিভাগের তিন জন কর্মীকে সাসপেন্ড (নিলম্বিত) করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী।

যদিও বিহারের এনএইচএআই দাবি করেছে, পাটনায় তাদের কোনও অতিথিশালা নেই। তাই সেখানে থাকার প্রশ্ন ওঠে না, যা সংবাদমাধ্যমগুলি দাবি করছে। বিবৃতি দিয়ে তারা এ কথা জানিয়ে দিয়েছে। সিকন্দর দাবি করেছেন, তাঁর ভাইপো জানিয়েছিলেন, 'প্রত্যাশিত ফল' করতে চলেছেন তিনি। তিনি এ-ও দাবি করেছেন, নিট, ইউপিএসসির প্রশ্ন ফাঁস চক্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাঁর। পরীক্ষার্থী আয়ুষ রাজ, শিবনন্দন কুমার, অভিষেক কুমার, অনুরাগ যাদব, অনুরাগের মা রিনার জন্য তিনি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তিনি আরও দাবি করেন, যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তার সঙ্গে নিটের আসল প্রশ্নপত্রের মিল রয়েছে।

তামিলনাড়ুতে বিষমদের বলি অন্তত ৩৮, অসুস্থ শতাধিক

চেন্নাই, ২০ জুন: আবার বিষমদে মৃত্যুমিছিল তামিলনাড়ুতে। চেঙ্গলপাট্টু, ভিল্লুপুরমের পরে এ বার কল্লাকুরিচিতে। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মোট ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিষাক্ত মদ খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে অন্তত ১০০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই ঘটনার জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু তাই-ই নয়, যে সব প্রশাসনিক আধিকারিক এই ধরনের ঘটনা রুখতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কল্লাকুরিচির জেলাশাসক এমএস প্রশান্ত জানিয়েছেন, অসুস্থদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কাছাকাছি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিশেষজ্ঞ-সহ পর্যাপ্ত চিকিৎসাকর্মীদের জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে। লাইফ-সাপোর্ট সিস্টেম'-সহ বাড়তি অ্যাম্বুল্যান্সও মোতায়েন করা হয়েছে।' বিষমদকাণ্ডে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। গত বছর তামিলনাড়ুর চেঙ্গলপাট্টু এবং ভিল্লুপুরমে বিষাক্ত মদ খেয়ে অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সে সময় একাধিক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যে বেআইনি মদভাটির রমরমার কথা। তার পরেই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে সেখানে বেআইনি মদের রমরমা কারবারের কথা প্রকাশ্যে এসেছে বার বার। তামিলনাড়ুতেও সেই প্রবণতা উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে বলে অভিযোগ।

চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু সংখ্যালঘু যুবকের

লখনউ, ২০ জুন: চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু উত্তরপ্রদেশে। আলিগড় শহরের মামা ভঞ্জ এলাকায় ৩৫ বছরের মহম্মদ ফরিদ আলিয়াস ঔরঙ্গজেব নামের যুবককে পিটিয়ে মারল উত্তেজিত ভিড়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৬ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আরও এক অভিযুক্তের খোঁজ চলছে বলে জানা গিয়েছে। গণপিটুনি নাকি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পোশাক ব্যবসায়ী মুকেশ চন্দ মিত্তলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মহম্মদ ফরিদকে। মিত্তলের ছেলে রোহিত ফরিদকে দেখে বলে দাবি। এর পরেই চোর সন্দেহে মিত্তল পরিবারের অন্য সদস্যরা এবং আরও কয়েক জন স্থানীয় হামলা চালান ফরিদের উপরে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নির্মম ভাবে বুকে-পেটে-চোখে-মুখে লাথি ও ঘুসি মারা হচ্ছে যুবককে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ফরিদকে হাসাপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিসকরা জানান, ইতিমধ্যে যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আলিগড়ে গণপিটুনির ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে। অখিলেশ যাদবের সমজাবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি এবং খুন হওয়া মহম্মদ ফরিদের পরিবারের সদস্যরা অবস্থান বিক্ষোভ করে। আরও তিন অভিযুক্তের গ্রেপ্তারির দাবি জানান তাঁরা। এদিকে বজরং দল হুমকি দিয়েছে, পুলিশ 'চোরের রক্ষক'দের আড়াল করলে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করবে। সব মিলিয়ে মামা ভঞ্জ এলাকায় উত্তেজনা কমার বদলে বাড়ছে। এই অবস্থায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে প্রশাসন। গণপিটুনি যেখানে ঘটেছিল, রেলওয়া বাজারের দোকানপাট বন্ধ রয়েছে।

ইরানের মদতপুষ্ট হাউথিদের হামলায় ডুবল গ্রিক জাহাজ

তেহরান, ২০ জুন: ফের উত্তপ্ত লোহিত সাগর। ইরানের মদতপুষ্ট হাউথিদের হামলায় ডুবল গ্রিক জাহাজ। গত ১২ জুন তারা ওই হামলা চালায় বলে 'ইউনাইটেড কিংডম মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস' জানিয়েছে। হামলার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়। তাতে দেখা গিয়েছে, কীভাবে বিরাট বিস্ফোরণের হলুদ আলো আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

ওই গ্রিক জাহাজে বিস্ফোরক বোঝাই রিমোট নিয়ন্ত্রিত বোট নিয়ে হামলা করেছিল হাউথিরা। সেই সঙ্গে মিসাইলও ছোড়ে তারা। এখনও পর্যন্ত জাহাজটির এক নাবিক নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে জাহাজটির ম্যানেজার কোনও মন্তব্য করেননি।

প্রসঙ্গত, এই নিয়ে গত তিন মাসে দ্বিতীয় বাণিজ্যিত জাহাজ ডুবিয়ে দিল হাউথিরা। গত বছরের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে হামলা তীব্র করেছে হাউথিরা। ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে, গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে এই হামলা চালানো হচ্ছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাসের পক্ষে রয়েছে তারা। যতদিন না গাজায় ইজরায়েলি ফৌজ হামলা বন্ধ করছে ততদিন এই আক্রমণ চলবে। গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাস। যার বদলা নিতে গত সাত মাস ধরে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তেল আভিভ।

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বাণিজ্যতরীতে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল হাউথিরা। যার হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছিলেন, সমুদ্রের গভীর থেকেও হামলাকারীদের খুঁজে বের করবে ভারত। তারপর থেকে ভারতগামী জাহাজেও আক্রমণ শানিয়েছে হাউথিরা। গত এপ্রিলেও ভারতগামী একটি তেলের ট্যাঙ্কারে মিসাইল ছুড়েছিল তারা। বিভিন্ন দেশের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে সশস্ত্র সংগঠনটি আক্রমণ শানাচ্ছে এডেন উপসাগরেও। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে।

লোকসভা নির্বাচনের খবর করতে দেওয়া হয়নি

বিস্ফোরক দাবি ফরাসি সাংবাদিকের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন: লোকসভা নির্বাচনের খবর করতে অনুমতি দেয়নি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ভারত থেকে কার্যত তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন এক ফরাসি সাংবাদিক। উল্লেখ্য, চলতি বছরেই এমন অভিযোগ এনেছেন ভারতে কর্মরত একের পর এক বিদেশি সাংবাদিক। এবার সেই তালিকায় যোগ হল ফরাসি সাংবাদিক সেবাস্তিয়ান ফারসিসের নাম।

এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে ওই ফরাসি সাংবাদিক জানান, গত ১৩ বছর ধরে সাংবাদিক হিসাবে ভারতে কাজ করেছেন তিনি। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন একাধিক রেডিও স্টেশনে। কিন্তু চলতি বছরের মার্চ মাসে তাঁর জার্নালিস্ট পারমিট বাতিল করে দেয় কেন্দ্র। সেই সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, লোকসভা নির্বাচনের খবর করতে পারবেন না সেবাস্তিয়ান।

উল্লেখ্য, গত চার মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন ভারতে কর্মরত ফরাসি সাংবাদিক। সেবাস্তিয়ান জানিয়েছেন, চলতি বছরেই ভ্যানেসা ডগনাক নামে এক ফরাসি সাংবাদিককে ভারত ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। তার জেরে সমস্যায় পড়ছেন সাংবাদিকের পরিবারের সদস্যরাও। সেবাস্তিয়ানের মতে, গত দুবছরে পাঁচ বিদেশি সাংবাদিককে 'তাড়ানো' হয়েছে ভারত থেকে।

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)

KHOOBSURAT LIMITED

Corporate Identification Number: L23209WB1982PLC034793

Our Company was originally incorporated as Khoobsurat Limited on April 17, 1982, under the Companies Act, 1956, vide Certification of Incorporation bearing registration number 34793 of 1982 issued by the Registrar of Companies, West Bengal. We received Certificate of Commencement of Business dated May 1, 1982, issued by the Registrar of Companies, West Bengal. For details of changes in the registered office of our Company, please refer to the chapter entitled 'General Information' beginning on page no. 36 of the Letter of Offer.

Registered Office: 7A, Bentinck Street, 3rd Floor, Kolkata -700001, West Bengal, India

Tel: +91 33 40617068; **Website:** www.khoobsuratltd.co.in; **E-mail:** khoobsurat.kolkata@gmail.com **Contact Person:** Neha Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MR. ALOK KUMAR DAS

ISSUE OF UP TO 34,95,91,421 EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF Rs.1/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ NIL PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 3,495.91* LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 50 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 19 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. MAY 4, 2024. THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 1 TIME OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 122.

Basis of Allotment

The Board of Directors of Khoobsurat Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on Wednesday May 15, 2024 and closed on Thursday, June 13, 2024 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being Tuesday, May 21, 2024. Out of the total 2,149 Applications for 34,06,56,824 Rights Equity Shares, 843 Applications for 32,28,314 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 1306 for 33,74,28,510 Rights Equity Shares, which was 100.00 % of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Rights issue was subscribed to the extent of 96.52% after technical rejections.

In term of Letter of Offer, if our Company does not receive the minimum subscription of at least 90% of the Equity Shares being offered under this Issue, on an aggregate basis, of the Issue Size, or the subscription level falls below 90% of the Issue Size, our Company shall refund the entire subscription amount received within 4 (four) days from the Issue Closing Date in accordance with SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/47 dated March 31, 2021

The Basis of Allotment was finalized on Tuesday, June 18, 2024 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on June 18, 2024, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 33,74,28,510 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Shareholders	1,238	94.79%	1,37,57,308	1,37,57,308	4.08%	1,37,57,308	1,37,57,308	4.08%
Renouncees	68	5.21%	32,36,71,202	32,36,71,202	95.92%	32,36,71,202	32,36,71,202	95.92%
Total	**1,306**	**100.00%**	**33,74,28,510**	**33,74,28,510**	**100.00%**	**33,74,28,510**	**33,74,28,510**	**100.00%**

2. Summary of Allotment is as under:

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Additional Rights Equity Shares applied for (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
	Number	Number	Number	Number
Eligible Shareholders	1,238	9788739	3968569	13757308
Renouncees	68	5392853	318278349	323671202
Total	**1,306**	**15181592**	**322246918**	**337428510**

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, will be sent on their email address on or about June 21, 2024 and Investors who have not provided their email address, is being physically dispatched to their Indian address provided by them, is being completed on or about June 21, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on June 18, 2024. The Listing application was filed with BSE and MSEI on June 19, 2024. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable may be completed on or about June 22, 2024.

For further details, see ***"Terms of the Issue"*** on page 122 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE731G01027 as the existing Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Tuesday, June 25, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement will be sent to NSDL and CDSL on receipt of listing permission from BSE and MSEI.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF MSEI

As required, a copy of the Draft Letter of Offer has been submitted to MSEI. All the comments as intimated by MSEI to us, post scrutiny of the Draft Letter of Offer has been included in this Letter of offer prior to filing Letter of offer with the MSEI.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated April 29, 2024 filed with the BSE, MSEI and the Securities and Exchange Board of India.

REGISTRAR TO THE ISSUE

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai – 400011, Maharashtra, India
Tel No.: +91 22 4961 4132 / 3522 0056
Email: support@purvashare.com
Investor Grievance Email: support@purvashare.com
Website: www.purvashare.com **SEBI Registration No:** INR000001112
Contact Person: Deepali Dhuri, Compliance Officer

COMPANY SECATARY AND COMPLIANCE OFFICER

Neha Agarwal
7A, Bentinck Street, 3rd Floor, Kolkata -700001, West Bengal, India
Website: www.khoobsuratltd.co.in
E-mail: khoobsurat.kolkata@gmail.com
Tel: +91 33 40617068

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For Khoobsurat Limited
Sd/-
Date: June 20, 2024 **Mr. Sanjay R. Mishra**
Place: Kolkata **Managing Director**

Disclaimer: Khoobsurat Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer (LOF) with the SEBI, BSE and MSEI. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of MSEI at www.msei.in and the website of the Company at www.khoobsuratltd.co.in. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 21 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-03 of 2024-25 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Repair and maintenance of Submersible Pump motor sets with its accessories of 21 nos. Pump Houses for twelve (12) months and Supply, Delivery and installation of Automatic Chlorinator at different tubewells situated at different position and Supplying and Delivery of Chlorine tablet and granules in different places within Basirhat Municipality e-Tender Start Date: 20.06.2024 at 9.00 am. Closing Date: 05.07.2024 upto 6.00 pm. For more information, visit www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-4/2024-25** for Supplying of 60 mm and 80 mm thick Interlocking Concrete Block Pavements (ICBP) with concrete blocks with ISI mark for Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id: 2024_MAD_696946_1
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
1ST CORRIGENDUM
In partial modification of NIeQ No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-59/2nd CALL/2023-24 SL No-01 & SL No-2 treated as cancel. Tender Id 2024_MAD_693007_1 & 2024_MAD_693007_2
Sd/-
Chairman
Krishnanagar Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-02 of 2024-25 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Construction of boundary wall, drain & laying of Paver Brock of Crematorium at ward No. 11 under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: 20.06.2024 at 9.00 am. Closing Date: 05.07.2024 upto 6.00 pm.
For more information, visit www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No.: UKM/PWD/002(e)/2024-25 dt.20.06.2024
1.Installation of 04 nos Grid connected Solar Power plant of cumulative array Capacity 35KWp within Uttarpara-Kotrung Municipality Bid Submission Closing Date-05/07/2024. For Details:-wbtenders.gov.in
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 30/E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 19.06.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_696134_1 to 3** for Submersible. Last date of bids ends on **28.06.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. E.T. No. 392/PW/Eng/24 Dt. 29.02.24
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/-
SE,
Asansol Municipal Corporation

TENDER
"Tender is invited from empanelled Architects & Engineers within 14 days of advertisement for sanction of (G+4 storied) MIG building plan at Plot No: CB-73, Street No: 215, Action Area: I, New Town, N.K.D. A for Aflaha Cooperative Housing Society Ltd. to our mail id: **aflaha2023@gmail.com**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৯.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৬-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রের আওতায় স্ট্যান্ডার্ড গ্যাং হাট-এর নব-নির্মাণের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৭০,৫৬,০৫৮.৩৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৪১,১০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৭.২০২৪ দুপুর ৩টা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১২.০৭.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।**
(SDAH-91/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF
MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742149
e-Mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com Office Phone & Fax No:- 03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through on-line Bid System under Following Tender **(NieT) No: 467/MM/PWD/NIeT/2023-24, 2nd Call Dated: 14-06- 2024.** The last date for on-line submission of tender is **30-07-2024 (Tuesday) up to 16:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders. gov.in**
Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-TENDER
2nd Call
N.I.E. E.T. No. 359/PW/Eng/24 Dt. 16.01.24
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

NIT No.- 01/2024-2025 of A.E.P.W.D./B.S.D.II.
Notice is Invited by A.E.P.W.D. / B.S.D.II. for different works under Berhampore Sub- Division No.II (PWD). The last date & time of Application **28.06.2024 up to 2.00 P.M** and last date & time of dropping tender **03.07.2024 up to 3.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.
Sd/-
Assistant Engineer (P.W.D),
Berhampore Sub-Division No. II.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 276 (2nd Call), 278 (2nd Call), 287 (2nd Call) & NIeT-34 & 35/24-25 Dated. 20-06-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Malda, Burdwan, North 24 PGS and South 24 PGS District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **21-06-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **08-07-2024 upto 3:00 PM.**
Date: 20.06.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

TENDER NOTICE

NLT No	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/[illegible]/24-25 Dated [illegible].06.2024	Construction of Concrete Road from Chandtala Main Road (Calender Factory) to Shitala Mandir Road(Chandtala) via Dishari Sangha Club in Ward No - 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 40,26,454.00
WBMAD/ULB/RSM/[illegible]/24-25 Dated 20.06.2024	Construction of Concrete Road from Buribetala Main Road to Buribetala Shitala Mandir via Greenland in Ward No - 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 35,[illegible]
WBMAD/ULB/RSM/[illegible]/24-25 Dated 20.06.2024	Construction of Concrete Road & Sal Ballah piles work from Kamalgazi Dolbala Club to Sahebpara Main Road in Ward No - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 20,0[illegible]
WBMAD/ULB/RSM/[illegible]/24-25 Dated 20.06.2024	Construction of Concrete Road & Surface Drain at Natunpally in Ward No. 12 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 30,70,[illegible]
WBMAD/ULB/RSM/[illegible]/24-25 Dated 20.06.2024	Construction of Covered Drain and Cross Drain from Abasgaban more to Canning Rail Line via P.Nagar in Ward No. 12 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 20,[illegible]

Bid Submission end date 08.07.2024 at 18:00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.
Rajpur-Sonarpur Municipality

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 12, KOLKATA, FRIDAY, 21 JUN 2024, PAGE 8

আফগানিস্তানকে ১৮২ রানের লক্ষ্য দিলেন রোহিতেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বার্বাডোজে হাই স্কোরিং ম্যাচ হয়। প্রথম ইনিংসে গড় স্কোর ১৬১। তবে সকালের ম্যাচ হওয়ায় স্পিনারদের জন্য পরের দিকে সুবিধা থাকবে। শুরুতে পিচের আর্দ্রতা কাজে লাগাতে পারেন পেসাররা। রোহিত শর্মা টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। পরের দিকে পিচ স্লো হবে বলেই মনে করেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। নিউ ইয়র্কের পিচ প্রসঙ্গ উঠতেই হেসে ফেললেন। বলছেন, সেখানকার তুলনায় ভালো পিচ বলেই মনে হচ্ছে, তবে নিউ ইয়র্কেও আমরা এনজয় করেছি। এই মাঠে অতীতে অনেক খেলেছি। দলে পরিবর্তনের প্রসঙ্গ উঠতে, রোহিতের খুব বেশি সময় লাগেনি ভাবতে। মহম্মদ সিরাজের জায়গায় অবশেষে কুলদীপ যাদব। তবে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত অবাক করেছে অনেককেই।

নিউ ইয়র্কে ড্রপ ইন পিচ। সেখানেই গ্রুপ পর্বের প্রথম তিন ম্যাচ খেলেছে ভারত। ফ্লোরিডায় শেষ ম্যাচটি ভেস্তে যায়। গ্রুপ পর্বে পারফরম্যান্স স্বস্তির ছিল না বিরাট কোহলির। বিরাটের ব্যাটিং পজিশন পরিবর্তন করা হবে কিনা, এই নিয়েও জল্পনা ছিল। সুপার এইটে একটি মাত্রই বদলের পরিকল্পনা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা ছিল ভারতীয় শিবিরে। বাড়তি স্পিনার। গ্রুপ পর্বে রবীন্দ্র জাডেজা ছাপ ফেলতে না পারায় তাঁর জায়গা নিয়েও সংশয় ছিল। তবে ব্যাটিং গভীরতা ঠিক রাখতেই জাডেজাকে একাদশে রাখা হল।

ক্যারিবিয়ানে স্পিনাররা সুবিধা পাবেন, নিশ্চিত ছিলই। সে কারণেই কুলদীপ যাদবকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। ব্রিজটাউনে কড়া অনুশীলন করেন কুলদীপ। আগের দিন রাহুল দ্রাবিড়ও বলেছিলেন, তাঁকে কিংবা চাহালকে বাইরে রাখা খুবই কঠিন। অবশেষে সুযোগ দেওয়া হল কুলদীপকে। ব্যাটিং গভীরতা ঠিক রাখতে একাদশে জায়গা হারালেন মহম্মদ সিরাজ। বুমরা, অর্শদীপের সঙ্গে পেস বোলিং সামলাবেন হার্দিক। প্রয়োজন পড়লে শিবম দুবেও রয়েছেন।

আত্মহত্যার ঘটনা কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ

অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু ডেভিড জনসনের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড জনসনের। আর এই নিয়েই ধোঁয়াশা। তিনি কি পড়ে গিয়েছিলেন? না এটি আত্মহত্যার ঘটনা! কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়নি তো! পুলিশ তদন্ত করছে। প্রাথমিক ভাবে যা জানা গিয়েছে, পাঁচ তলা অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ডেভিড জনসনের। এটি আত্মহত্যার ঘটনা কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সচিন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড়দের সতীর্থ। ডেভিডের বয়স ৫২। স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে। এখনও অবধি যেটুকু জানা গিয়েছে, বাড়ির কাছেই একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি চালাচ্ছিলেন ডেভিড। যদিও অ্যাকাডেমির পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না।

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, 'আমাদেরও জানানো হয়েছে ওদের পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়েছে। দ্রুতই তাঁকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি।' কর্নাটক পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'কোঠানুরে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। তবে আমরা তদন্ত করছি। এটি আত্মহত্যার ঘটনা কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সাল ১৯৯৬। দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে সচিন তেন্ডুলকরের নেতৃত্বে অভিষেক হয়েছিল পেসার ডেভিড জনসনের। স্পিন সহায়ক পিচে প্রথম ইনিংসে উইকেট মেলেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে অজি ওপেনার মাইকেল স্লেটারকে

০ রানে ফেরান ডেভিড। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে দু-উইকেটও নিয়েছিলেন। সে সময় ভারতীয় পেস আক্রমণে জাভাগল শ্রীনাথ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদের মতো বোলাররা ছিলেন। ডেভিডের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ দুটি টেস্ট খেলেই। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে চোখ ধাঁধানো সাফল্য রয়েছে ডেভিডের।

রাজ্য দল তথা জাতীয় দলে সতীর্থ কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলে ডেভিডের মৃত্যুতে বলেন, 'আমার ক্রিকেট সতীর্থ ডেভিডের মৃত্যুতে মর্মাহত। ওর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলে বেনি (ডেভিডের ডাক নাম)।' ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'দেশের প্রাক্তন পেসার ডেভিড জনসনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। ভারতীয় ক্রিকেটে ওর অবদান অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে।'

ঋষভ পন্থ 'মিরাকেল' এ কথা বলছেন এক প্রাক্তন পাক তারকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিরাকেল সব সময় হয় না। তাই তো সেটা মিরাকেল। ঋষভ পন্থ মিরাকেল দেখিয়েছেন। এ কথা বলছেন এক প্রাক্তন পাক তারকা। ২০২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঋষভ পন্থের জীবনের সবচেয়ে কালো দিন। ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন দেশের উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে নতুন জীবন শুরু করেছেন তিনি। বর্তমানে টি-২০ বিশ্বকাপেও নিজেকে মেলে ধরছেন। যেভাবে ঋষভ এত যন্ত্রণা সহ্য করেও ফের ক্রিকেটের আঙিনায় ডালপালা মেলেছেন তাতে তাঁকে সুপার হিউম্যান বলতেও পিছপা হচ্ছেন না পাকিস্তানের এক কিংবদন্তি।

পাকিস্তানের কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রম বলেছেন, 'ঋষভ পন্থের পারফরম্যান্স যদি দেখা হয়, তা হলে বলতে হবে ও মিরাকেল দেখিয়েছে। ও সুপার হিউম্যান।

যে ট্র্যাজেডি থেকে ও ফিরে এসেছে, যে ভাবে ওর দুর্ঘটনা হয়েছিল, আমি ভিডিয়ো ক্লিপিংস দেখেছিলাম। পাকিস্তানেও আমরা সকলে ভয় পেয়েছিলাম। আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। ওকে নিয়ে আমি টুইটও করেছিলাম। ও যে ভাবে কামব্যাক করেছে, তা দারুণ। এ বছরের আইপিএলে ওর গড় ছিল ৪০ এবং ১৫৫ স্ট্রাইকরেটে ৪৪৬ রান করেছে। ও তো মিরাকল বাচ্চা।'

শুধু টি-টোয়েন্টিতেই নয়, টেস্টেও ঋষভ পন্থের পারফরম্যান্সের কথা বিশেষ উল্লেখ করেছেন ওয়াসিম আক্রম। তিনি বলেন, 'যে ভাবে ও টেস্ট ক্রিকেটে পারফর্ম করেছে, অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ১০০ করেছিল। তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও দারুণ ব্যাটিং করেছিল। টেস্টে অ্যান্ডারসন, কামিন্সকে ও রিভার্স সুইপ মেরেছে। ও ভীষণ স্পেশাল।' ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরও পন্থ যেভাবে ফের নিজেকে ক্রিকেট জগতে মেলে ধরেছেন, তা অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা বলে মনে করছেন ওয়াসিম আক্রম। তাঁর কথায়, সকলে পন্থকে দেখে অনুপ্রাণিত হবে এবং তরুণদের কাছে ও একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে।

তিন দেশের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত

জানুয়ারিতে ইডেনে খেলবেন রোহিতেরা, বিপক্ষ ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘরের মাঠে ২০২৪-২৫ মরসুমের পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচি ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আপাতত চলছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আজ সুপার এইট পর্বে অভিযান শুরু করবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। বিশ্বকাপ শেষে জিম্বাবোয়ে এবং শ্রীলঙ্কা সফর রয়েছে। জিম্বাবোয়েতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। শ্রীলঙ্কায় ওয়ান ডে সিরিজ। সেপ্টেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ঘরোয়া মরসুম শুরু হচ্ছে ভারতের। কিছুক্ষণ আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সেই সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সব ফরম্যাট মিলিয়ে তিন দেশের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত। মোট ১৬টি ম্যাচ। এর মধ্যে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স পাচ্ছে একটি মাত্র টি-টোয়েন্টি!

দেশের মাটিতে ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মরসুম শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বরে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেলবে ভারত। এরপর বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর অক্টোবরের মাঝামাঝি শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। নতুন বছরের শুরুতে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজ রয়েছে।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট দুটি হবে যথাক্রমে চেন্নাই ও কানপুরে। তিনটি টি-টোয়েন্টি যথাক্রমে ধরমশালা, দিল্লি ও হায়দরাবাদ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট তিনটি হবে যথাক্রমে বেঙ্গালুরু, পুনে ও মুম্বইতে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে ভারত। পাঁচটি টি-টোয়েন্টি হবে যথাক্রমে চেন্নাই, কলকাতা, রাজকোট, পুনে ও মুম্বইতে। তিনটি ওয়ান ডে যথাক্রমে নাগপুর, কটক, আমেদাবাদে। ইডেন গার্ডেন্স পেয়েছে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২৫ জানুয়ারি ২০২৫-এ সেই ম্যাচ।

দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে পার্থক্য গড়ে দিলেন কাগিসো রাবাডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রুপ পর্বে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল আমেরিকা। প্রথম বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে তারা। টুর্নামেন্টের যুগ্ম আয়োজক। প্রতি ম্যাচেই তাদের পারফরম্যান্স নজর কেড়েছে। কানাডার বিরুদ্ধে ১৯৫ রান তাড়া করে জিতেছিল আমেরিকা। সেখানেই যেন ইঙ্গিত ছিল, এই বিশ্বকাপে ছাপ ফেলতে মরিয়া। হার-জিতে সাফল্য বিচার করলে হয়তো আমেরিকা এখনও সফল নয়। তবে গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানের মতো শক্তিশালী দলকে হারানো, ভারতকে সাময়িক চাপে ফেলা, এগুলো সাফল্যের মধ্যে ধরাই যায়। সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও চমকে দিল তারা। যদিও অল্পের জন্য হার। দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ে পার্থক্য গড়ে দিলেন কাগিসো রাবাডা।

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আমেরিকা ম্যাচ দিয়েই বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্ব শুরু হল। চোটের জন্য এই ম্যাচেও নিয়মিত ক্যাপ্টেন মনাঙ্ক প্যাটেলকে পায়নি আমেরিকা। টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তাদের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক অ্যারন জোন্স। প্রথম স্পেলে দুর্দান্ত বোলিং সৌরভ নেত্রভালকরের। ২ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ১ উইকেট নেন। কুইন্টন ডি'কক এবং প্রোটিয়া ক্যাপ্টেন এইডেন মার্কর‍্যামের অনবদ্য ব্যাটিং। কুইন্টন হাফসেঞ্চুরি করেন। মিডল অর্ডারে হেনরিখ ক্লাসেন ও ত্রিস্তান স্টাবসের ক্যামিও ইনিংসে আমেরিকাকে ১৯৫ রানের বড় টার্গেট দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

রান তাড়ায় শুরুটা তুলনামূলক ভালো হলেও এক প্রান্ত থেকে পরপর উইকেট হারাতে থাকে আমেরিকা। ১১.১ ওভারে মাত্র ৭৬ রানে পঞ্চম উইকেট হারায় তারা। ষষ্ঠ উইকেটে ওপেনার আন্দ্রিয়েস গাউসের সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি গড়েন হরমীত সিং। মাত্র ৪৩ বলে ৯১ রান যোগ করে এই জুটি। শেষ দু-ওভারে আমেরিকার লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৮ রান। এই জুটি যে ভাবে খেলছিল, তাতে আরও একটা অঘটনের সাক্ষী হতে চলেছিল ক্রিকেট বিশ্ব।

ম্যাচের ১৯তম ওভারের প্রথম বলে হরমীতের উইকেট নিয়ে বড়রকমের ধাক্কা অভিজ্ঞ প্রোটিয়া পেসার কাগিসো রাবাডা। এই ওভারে মাত্র ২ রান দিয়ে ১ উইকেট রাবাডার। শেষ ওভারে ২৬ রানের টার্গেট অনেকটাই বেশি। আন্দ্রিয়েস গাউস ৪৭ বলে ৮০ রানে অপরাজিত থাকেন।

কাগিসো রাবাডা ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন।

'বাবর একাদশে থাকার যোগ্য নয়'

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভরাডুবির পর সমালোচনায় জেরবার বাবর আজম। অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় বার পাক ক্রিকেট টিমে ফেরার পর একেবারে ফ্লপ শো দেখা গেল বাবর আজমের। এ বারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে ৪ ম্যাচ খেলে ৪০.৬৬ গড়ে ১২২ রান করেছেন বাবর। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১০১.৬৬। টি-২০ ক্রিকেটে বাবরের এই পারফরম্যান্স মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের ক্রিকেটাররাও বাবরের ফর্ম, ক্যাপ্টেন্সির ধরন নিয়ে আলোচনা করছেন। এ বার ভারতের এক কিংবদন্তি তো বলেই দিলেন, যদি বাবর পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন না হতেন, তা হলে একাদশেও সুযোগ পেতেন না। এক টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে বাবর আজমের পারফরম্যান্স অনেকের প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র সেওয়াগ ক্রিকবাজকে বলেছেন, 'বাবর আজম সেই ক্রিকেটার নয়, যে ছয় মারে। ও তখনই ছয় মারে, যখন সেট হয়ে যায়। আর স্পিনারদের থেকে সাহায্য পায়। ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ওর পায়ের নড়াচড়াই দেখতে পাই না। কভারের ওপর দিয়ে ওকে ছয়ও মারতেও দেখি না। ও মাঠে নামলেই নিরাপদ খেলছে। ধারাবাহিক রান করছে বটে, কিন্তু স্ট্রাইক রেট ভালো নয়।' বাবরের পারফরম্যান্স নিয়ে একা বীরু নন, অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর খেলার ধরন নিয়ে সেওয়াগ যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনই তিনি মনে করেন বাবর যদি ক্যাপ্টেন না থাকেন তা হলে একাদশেও তিনি সুযোগ না-ও পেতে পারেন। বীরুর কথায়, 'একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে তোমাকে বিবেচনা করতে হবে, দলকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়। যদি সেটা করতে না পারো, তা হলে নিজে নীচের দিকে নামো। অন্য কাউকে সুযোগ দাও, যে প্রথম ৬ ওভারে বড় শট মারতে পারবে। এবং দলের জন্য ৫০-৬০ রান করবে।

ইউরো কাপে প্রথম দল হিসেবে শেষ ষোলো নিশ্চিত করল আয়োজক জার্মানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইউরো কাপে এ বারের সংস্করণে প্রথম দল হিসেবে শেষ ষোলো নিশ্চিত করল আয়োজক জার্মানি। লিগ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫-১'এর বিশাল ব্যবধানে জিতেছিল জার্মানি। গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয় ম্যাচে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে জয়। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট। গোল পার্থক্য ৬। গ্রুপে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই নকআউটে জার্মানি। কাতার বিশ্বকাপ থেকে প্রবল অস্বস্তিতে জার্মান শিবির। প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে হারের পর থেকে সেই অস্বস্তি বাড়ে। ছাঁটাই করা হয় তৎকালীন কোচ হ্যান্সি ফ্লিককে। জার্মান ফুটবলে ইতিহাসে প্রথম বার কোচ ছাঁটাইয়ের ঘটনা ঘটে। এরপর দায়িত্ব দেওয়া হয় জুলিয়েন নাগেলসম্যানকে। আপাতত তাঁর কোচিংয়ে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিচ্ছে জার্মানি।

প্রথম ম্যাচে জার্মানির গোলের খাতা খুলেছিলেন রিৎজ। ১৯ মিনিটে জামাল মুসিয়ালা গোল করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচেও নজর কাড়লেন তরুণ স্ট্রাইকার জামাল মুসিয়ালা। এ দিন হাঙ্গেরিকে ২-০ ব্যবধানে হারাল জার্মানি। গোলের খাতা খোলেন জামাল মুসিয়ালই। ২২ মিনিটে তাঁর গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। হাঙ্গেরি সেই অর্থে সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্থে আরও একটি গোল। এ বার ইকে গুন্ডোয়ান। ৭৪ মিনিটে ২-০ করে জার্মানি।

গ্রুপ পর্বে তাদের একটি ম্যাচ বাকি। সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে বেঞ্চের প্লেয়ারদের আরও ভালো ভাবে দেখা নেওয়ার সুযোগ পাবেন জার্মান কোচ। তবে প্রাথমিক লক্ষ্য যে থাকবে জয়ের হ্যাটট্রিকেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**